Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Magh 26, 1430 Bangla, February 09, 2024, Friday, No. 40, 54th year

H I G H L I G H T S

AL GS Obaidul Quader says, "Those who fled to BD are members of Myanmar border guard and army, Myanmar ambassador was summoned and they will take them back and must take them back. There is no alternative to take them back." (VOA: 15)

Foreign Minister dr. Hasan Mahmud emphasized on speedy execution of Teesta water sharing agreement and renewal of Ganga water sharing agreement during the discussion with Indian FM S. Jaishankar. (VOA: 13)

The food minister says, "We have a lot of export products. But foreigners don't want to take everything. Because they don't trust our product. That is why they are coming and producing products themselves." (Jago FM: 24)

Railway Minister Md Zillul Hakim said, 'Two groups of train ticket black marketers have been caught. Railway staff and people of Sahaj.com, which sells online tickets, are involved in black marketing. (Jago FM: 24)

BNP leader RK Rizvi says, lives and land of BD people are now insecure. People and weapons are also entering in scores from neighboring countries. And the inquisitive silence of govt is a deep conspiracy to bring people of country to their knees. (R. Today: 20)

HR organization Fortify Rights has called on BD to investigate jointly with ICC the crimes and atrocities committed against Rohingya community by BGP members who have taken refuge in BD amid ongoing conflict in Myanmar's Rakhine state. (VOA: 11)

The Sound of gunfire across the Ukhiya border in Cox's Bazar was heard again, panic on the border area. 2 more BGP members enter into BD. Now, a total of 300 Myanmar citizens are in BGB custody. (R. Today: 20, 21)

Inefficiency of investigators, crisis of judges, money, Govt influence, corruption and various laws can be used by the powerful to delay the case for years. And, after a long trial process, it can be seen that the accused were acquitted in most of the cases. (DW: 18)

RAB says, rape incidents have been happening in JU area for a long time under the cover of drug trade. Adds, not only rapist Mamun but many others have committed misdemeanors in the university area. (R. Today: 22)

Second phase of Tabligh Jamaat's Biswa Ijtema begins on Friday morning on the banks of the Turag River in Tongi, near Dhaka, the capital of Bangladesh. (VOA: 14)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ২৬, বাংলা ১৪৩০, ফেব্রুয়ারি ০৯, ২০২৪, শুক্রবার, নং- ৪০, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, "যারা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে তারা মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও সেনাবাহিনীর সদস্য, মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয়েছিল এবং তারা তাদের ফিরিয়ে নেবে এবং অবশ্যই ফিরিয়ে নিতে হবে। তাদের ফিরিয়ে না নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।" (ভোয়া: ১৫)

ভারতে সফররত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্করের সঙ্গে আলোচনাকালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্রুত তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদন এবং গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির নবায়নের ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। (ভোয়া: ১৩)

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের প্রচুর রফতানি পণ্য আছে। কিন্তু সব কিছু বিদেশিরা নিতে চায় না। কারণ তাদের আমাদের পণ্যের প্রতি বিশ্বাস নেই। যে কারণে তারা নিজেরা এসে পণ্য উৎপাদন করে নিয়ে যাচ্ছে। (জাগো এফএম: ২৪)

রেলমন্ত্রী মোঃ জিল্লুল হাকিম বলেছেন, 'ট্রেনের টিকিট কালোবাজারির দুইটি গ্রুপ ধরা পড়েছে। এর সঙ্গে রেল ও অনলাইনে টিকিট বিক্রির সহজডটকম-এর লোকজন জড়িত। (জাগো এফএম: ২৪)

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষের জীবন এবং ভূমি এখন অরক্ষিত। পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে দলে দলে লোক এবং অস্ত্র বাংলাদেশেও অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে। আর সরকারের অনুসন্ধিপ্রসূত নীরবতা দেশের মানুষকে নতজানু করার এক গভীর চক্রান্ত। (রে. টুডে: ২০)

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান সংঘর্ষের ঘটনায় বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া দেশটির বিজিপি সদস্যদের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর করা অপরাধ ও নৃশংসতার সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়ে আইসিসি-এর সঙ্গে একত্রিত হয়ে তদন্ত করতে বাংলাদেশকে আহ্বান জানিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন ফর্টিফাই রাইটস। (ভোয়া: ১১)

কক্সবাজারের উখিয়ার সীমান্তের ওপারে আবারো গোলাগুলির শব্দ, সীমান্তে আতঙ্ক। বিজিবির আরও ২ সদস্য বাংলাদেশে নতুন করে অনুপ্রবেশ করেছেন। এ নিয়ে মোট ৩০০ জন বিজিবি হেফাজতে রয়েছেন। (রে. টুডে: ২০, ২১)

তদন্তকারীদের অদক্ষতা, বিচারক সংকট, অর্থ, সরকারি প্রভাব, দুর্নীতিসহ বিভিন্ন আইন ক্ষমতাবানরা ব্যবহার করে মামলাটি বছরের পর বছর পিছিয়ে দিতে পারে। আর, দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার পর দেখা যায় অধিকাংশ মামলায় আসামিরা খালাস পেয়েছেন। (ডয়চে ভেলে: ১৮)

মাদক ব্যবসার আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছেন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান র‍্যাব। শুধু ধর্ষক মামুন নয় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এমন আরও অনেকেই অপকর্মের ঘটনা ঘটিয়েছে বলে তথ্য পেয়েছে র‍্যাব। (রে. টুডে: ২২)

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে শুক্রবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সকালে শুরু হয়েছে তাবলিগ জামাতের তিন দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মিলন বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব। (ভোয়া: ১৪)

বিবিসি

বার্মা থেকে মিয়ানমার : যেভাবে সংকটের শুরু, এখন যা ঘটছে

মিয়ানমারের জান্তা সরকার ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘাতের ইস্যুটি বাংলাদেশেও তুমুল আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেন না বিদ্রোহীদের হামলার মুখে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও সেনাবাহিনীর বহু সদস্য বাংলাদেশে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। মিয়ানমারে এই মুহূর্তে ঠিক কী চলছে, দেশটির সরকার ব্যবস্থাটা কেমন, সেখান থেকে যারা পালিয়ে আসছে তাদের সাথে কী করা হবে- এমন আরও নানা তথ্য থাকছে এই প্রতিবেদনে। শুরুতেই জানা প্রয়োজন মিয়ানমারের সরকার ব্যবস্থার বিষয়ে, যা নানা উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এই নিবন্ধে মিয়ানমারকে কিছু সময় 'বার্মা' বলে উল্লেখ করা হবে কেন না দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এই দেশটির নাম একসময় বার্মা ছিল এবং রাজধানী ছিল রেঙ্গুন। পরে ১৯৮৯ সালে দেশটির সামরিক সরকার বার্মার নতুন নামকরণ করে 'মিয়ানমার' রাখে এবং রাজধানী রেঙ্গুনের নতুন নাম রাখা হয় 'ইয়াঙ্গুন'। ২০০৫ সালে ইয়াঙ্গুন দেশের রাজধানীর মর্যাদা হারায়। বর্তমানে মিয়ানমারের রাজধানী নেপিদো এবং ইয়াঙ্গুন তাদের দেশের প্রধান শহর। হাজার বছর ধরে মিয়ানমারকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী শাসন করেছে। তবে দেশটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল ১৮২৪ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত টানা ১২৪ বছর। শুরুতে বার্মাকে ভারতের একটি প্রদেশ ধরা হতো। পরে ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশরা বার্মা প্রদেশটিকে পৃথক রাষ্ট্র ঘোষণা করে। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে বেরিয়ে আসার পর বার্মা প্রথমবারের মতো স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে মাঝে তিন বছর ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বার্মা জাপানিদের দখলে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মায় জাপানিদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি।

মূলত বার্মা ইন্ডিপেনডেন্ট আর্মির সহায়তায় জাপানিরা দেশটি দখল করেছিল। ১৯৪২ সালে জাপানিদের তত্ত্বাবধানে ও প্রশিক্ষণে তৈরি হয়েছিল বার্মা ইনডিপেনডেন্ট আর্মি। তৎকালীন বার্মার জেনারেল, নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী অং সান সুচির বাবা অং সান এই বার্মা ইনডিপেনডেন্ট আর্মি তৈরি করেছিলেন। এই আর্মি তৈরির উদ্দেশ্য ছিল বার্মা থেকে ব্রিটিশ ও জাপানি শাসন উৎখাত করা। বার্মা পরে স্বাধীন হয়েছে ঠিকই তবে সেটা অং সানের মৃত্যুর পর। মিয়ানমারের আজকের যে সেনাবাহিনী, সেটার গোড়াপত্তন হয়েছে এই বার্মা ইন্ডিপেনডেন্ট আর্মি থেকেই। অর্থাৎ মিয়ানমার স্বাধীন হওয়ারও আগেই তাদের সেনাবাহিনী গঠন হয়েছিল। যে বার্মা ইন্ডিপেনডেন্ট আর্মি জাপানকে বার্মার দখল নিতে সহায়তা করেছিল পরে তারাই অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট পিপলস ফ্রিডম লীগে (এএফপিএফএল) রূপান্তরিত হয় এবং মিয়ানমারে জাপানি শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ১৯৪৫ সালে অং সানের নেতৃত্বাধীন এএফপিএফএল'র সহায়তায় জাপানি দখলদারিত্ব থেকে মিয়ানমারকে মুক্ত করে ব্রিটেন এবং নিজেদের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। এর তিন বছরের মাথায় ব্রিটিশ শাসনেরও অবসান হয়। অধ্যাপক ডেভিড আই স্টেইনবার্গের লেখা বই 'দ্য মিলিটারি ইন বার্মা/মিয়ানমার' অনুযায়ী, মিয়ানমার মাত্র ১২ বছর বেসামরিক প্রশাসনের অধীনে ছিল। বাকি সময় সামরিক সরকার শাসন করেছে।

ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সাল থেকে পরবর্তী ১০ বছর অং সানের নেতৃত্বাধীন এএফপিএফএল মিয়ানমারের শাসন ক্ষমতায় ছিল। ১৯৫৮ সালে এএফপিএফএল-এ ভাঙন দেখা দিলে তাদের হঠিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন হয়। এরপর ১৯৬০ সালের নির্বাচনে এএফপিএফএল-এর একটি অংশ জয়ী হলেও তাদের রাজনৈতিক নীতিমালা সেনাবাহিনীকে ক্ষুব্ধ করে। এরপর ১৯৬২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বার্মার ক্ষমতা দখল করে দেশটির সামরিক জান্তা। এরপর ৫০ বছরের বেশি সময় দেশটি সেনা শাসনের অধীনে থেকেছে। এ সময় কঠোর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাও সামরিক সরকারকে টলাতে পারেনি। ১৯৮৯ সালে দেশটিতে সামরিক আইন জারি হয়। সে সময় বার্মার নাম আনুষ্ঠানিকভাবে মিয়ানমার রাখার পাশাপাশি গণতন্ত্র ও মানবাধিকারপন্থী কয়েক হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়। অং সান সু চিকে গৃহবন্দি করা হয়। ১৯৯০ সালে বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের পতনের পর মিয়ানমারে সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। ওই নির্বাচনে অং সান সু চি-র দল 'ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি' বা এনএলডি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয় লাভ করে। তবে সেনাবাহিনী সে ফল নির্বাচনি আইনের মাধ্যমে বাতিল করে দেয়।

এরপর মিস সু চি-কে কয়েক দফায় গৃহবন্দি করে সামরিক সরকার। মিস সু চি-র কর্মী সমর্থকদের ওপরও হামলা চলতে থাকে। এরপর মিয়ানমার সামরিক শাসনের অধীনে ছিল। ২০১৫ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন বিরোধী এনএলডি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জয় পায়। তবে দলটি নিজেদের মতো দেশ পরিচালনা করতে পারেনি। তার কারণ সেনা সরকার প্রণীত ২০০৮ সালের সংবিধান। এই সংবিধান অনুযায়ী, দেশটির সংসদের অন্তত ২৫ শতাংশ আসন সামরিক বাহিনীর জন্য বরাদ্দ থাকবে। সামরিক বাহিনীর সদস্যের সম্মতি ছাড়া সংবিধানের ধারা ও আইন পরিবর্তনের উপায় নেই। এরপরও ২০২০ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে ক্ষমতাসীন এনএলডি পুনরায় জয়ী হয়। ভরাডুবি হয় সেনা-সমর্থিত দলের। এরপর দেশটির সামরিক বাহিনী নির্বাচনে 'কারচুপি'র অভিযোগ এনে পরের বছর ২০২১ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি পুনরায় সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে নেয়।

অভ্যুত্থানের পর থেকে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী সারা দেশে দমন অভিযান চালায়। হাজার হাজার গণতন্ত্রকামী মানুষকে নির্বিচারে গ্রেফতার করা হয়। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর'র এক হিসাব বলছে,

গত তিন বছরে রাজনৈতিক ও জাতিগত সংঘাত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশটির ২৬ লাখ মানুষ অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিকভাবে শরণার্থী হতে বাধ্য হয়েছে। এ সময়ে সেখানকার অর্থনীতিতেও ধস নামে। জ্বালানির দাম এই সময়ের মধ্যে প্রায় চার গুণ বেড়ে যায়। পণ্যের দামও বাড়ে লাগামহীনভাবে। সব মিলিয়ে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। মিয়ানমারের জান্তা সরকার সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার তিন বছর পর ধারণা করা হচ্ছে যে, এই মুহূর্তে তারা সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি পার করছে। এতটা কোণঠাসা পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীকে এর আগে আর পড়তে দেখা যায়নি। প্রথম আড়াই বছর সামরিক বাহিনী দমন-পীড়নের মাধ্যমে যতটা সহজে তাদের ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছিল পরে পরিস্থিতি উল্টে যায়।

২০২১ সালের এপ্রিলেই ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসির (এনএলডি) নেতৃত্বে নির্বাচনে জয়ী সদস্যরা জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠন করে, যাকে সংক্ষেপে বলা হয় এনইউজি। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরাও এতে যোগ দেয়। সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে থাকা বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে মিলে তারা প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে এবং সব গোষ্ঠীর সমন্বয়ে তৈরি করে 'পিপল ডিফেন্স ফোর্স'। সামরিক বাহিনীর দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ নতুন মাত্রা পায় উত্তরাঞ্চলের তিনটি বিদ্রোহী বাহিনী এক হয়ে আক্রমণ শুরুর পর। ২০২৩ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর ওপর একজোট হয়ে সুসংগঠিতভাবে হামলা চালায় দেশটির উত্তরের শান রাজ্যের জাতিগতভাবে সংখ্যালঘু তিনটি বিদ্রোহী বাহিনী, যাদের একসঙ্গে ডাকা হচ্ছে 'থ্রি গ্রুপ অ্যালায়েন্স' নামে। ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ), তায়াং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) এবং আরাকান আর্মি (এএ) নিয়ে এই জোট গঠন করা হয়েছে। তারা একে নাম দেয় 'অপারেশন ১০২৭'। এছাড়াও শত শত সাধারণ মানুষও এই জাতিগত বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেয়। সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সঙ্গে তারা প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে। বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে সামরিক টহল চৌকি, অস্ত্রাগার ও বেশ কিছু শহরের নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে বিদ্রোহীদের হাতে।

সামরিক বাহিনীকে এই মুহূর্তে সারা দেশ জুড়েই হামলার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই সংকট গভীর হওয়ার একটা বড় কারণ হলো সামরিক বাহিনী কিংবা বিদ্রোহী বাহিনীর কেউই শান্তি আলোচনার জন্য বসতে রাজি হয়নি। স্বাধীনতার পর থেকে সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সাথে সামরিক বাহিনীর সংঘাত চলমান থাকলেও, সাম্প্রতিক সময়ে সেই সংকট সামাল দিতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে দেশটির জান্তা বা সামরিক শাসকরা। অক্টোবরে হামলা শুরু হবার পর থেকে হাজার হাজার সৈন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিদ্রোহী বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। মিয়ানমারের সামরিক জান্তার দখলে থাকা অনেক শহর ও এলাকা বিদ্রোহীরা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে বলে খবর প্রকাশ হয়েছে। মিয়ানমারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে কাজ করা বিশেষজ্ঞদের একটি দল যারা 'স্পেশাল অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল ফর মিয়ানমার' নামে পরিচিত, তাদের তথ্য অনুযায়ী, দেশটির জান্তা সরকারের 'পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ' রয়েছে মাত্র ১৭ শতাংশ ভূখণ্ডের উপর, ২৩ শতাংশ ভূখণ্ড নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং বিদ্রোহী গোষ্ঠীদের দখলে রয়েছে ৫২ শতাংশের মতো ভূখণ্ড।

থাইল্যান্ড ভিত্তিক মিয়ানমারের সংবাদ মাধ্যম ইরাবতীতে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, সামরিক বাহিনী জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে ৩৩টি শহরের দখল হারিয়েছে। এর মধ্যে চিন, সাকাই, কিয়াং প্রদেশ এবং উত্তরাঞ্চলের শান এবং শিন রাজ্য উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য আরাকান আর্মিরা দখলে নিয়েছে বলে খবর প্রকাশ হয়েছে। জানুয়ারির শেষ দিকে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাখাইন ও আরাকান রাজ্যেও যুদ্ধ-পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। দু'পক্ষের সংঘাত এতটাই তীব্র আকার নেয় যে চলতি বছরের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি থেকে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিপি পালিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে শুরু করে। এর আগে শত শত সৈন্য সীমান্ত দিয়ে চীন ও ভারতে পালিয়েছে। যুদ্ধ না করেই হাজার হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে। অভ্যুত্থানের পর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত জান্তা সরকার ত্রিশ হাজারের মতো সেনা হারিয়েছে। যেখানে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীতে সেনার সংখ্যা মাত্র দেড় লাখ। সামরিক বাহিনী প্রতিদিনই পরাজয়ের মুখে পড়ছে এবং তারা দখল হয়ে যাওয়া ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতেও ব্যর্থ হচ্ছে। এমন অবস্থায় সামরিক বাহিনী দ্রুত জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারাচ্ছে।

এই অবস্থায় মিয়ানমার সরকারের পক্ষে নতুন সদস্য সংগ্রহের কাজটি বেশ কঠিন। মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের আড়াইশ' কিলোমিটারেরও বেশি লম্বা সীমান্ত রয়েছে। এই সীমান্তের পুরোটাই উন্মুক্ত। ফলে ওই সীমান্ত দিয়ে প্রায়ই মিয়ানমারের নাগরিকদের বাংলাদেশে ঢুকে পড়ার খবর পাওয়া যায়। একটি দেশের নাগরিক বিনা অনুমতিতে অন্য আরেকটি দেশের সীমানায় ঢুকে পড়লে সেটিকে 'অনুপ্রবেশ' হিসেবেই ধরা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতি বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রাণে বাঁচতে একটি দেশের নাগরিক অন্য দেশের সরকারের কাছে সাময়িকভাবে আশ্রয় চাইলে, সেটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। মানবিক দিক বিবেচনায় প্রাথমিকভাবে তাকে আশ্রয় দেওয়া হয়। তবে নিরাপদ উপায়ে কীভাবে তাকে আবার দ্রুত ফেরত পাঠানো যায়, সেটিও বিবেচনা করা হয়।

এক্ষেত্রে আশ্রয়দাতা দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আশ্রয় গ্রহীতার দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে ঘটনা জানানো হয়। এরপর দু'দেশের সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই ফেরত পাঠানো হয়। মিয়ানমার

থেকে পালিয়ে আসা কয়েকশ সেনা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যকে বাংলাদেশ আশ্রয় দিয়েছে মানবিক দিক বিবেচনা করে। শিগগিরই তাদেরকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের সরকার। কিন্তু তাদেরকে ফেরত পাঠাতে ঠিক কতদিন লাগতে পারে, সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে এখনো কিছু জানানো হয়নি। আশ্রয় নেওয়া সেনা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের ফেরত পাঠাতে সরকার ইতিমধ্যেই মিয়ানমারের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তবে সব ধরনের প্রক্রিয়া শেষ করে তাদেরকে ফেরত পাঠাতে বেশ কিছু দিন সময় লেগে যেতে পারে। তবে ঠিক কতদিনের মধ্যে তাদের ফেরত পাঠানো যাবে, সেটি এখনই নির্দিষ্ট করে বলতে পারেনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তাদেরকে নৌপথে মংডু দিয়ে ফেরত পাঠানো হতে পারে বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। কেননা রাখাইন রাজ্যের অনেক স্থানে আরাকান আর্মির সঙ্গে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সংঘাত অব্যাহত থাকলেও মংডু শহর এখন পর্যন্ত সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ভারত তাদের মিয়ানমারের সাথে সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর কথা ঘোষণা করলেও বাংলাদেশ আপাতত এমন পদক্ষেপে যাচ্ছে না বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। তবে সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৮.০২.২০২৪ রিহাব)

কিছু স্থানে গোলাগুলির শব্দ পাওয়া গেলেও মিয়ানমার সীমান্তের বেশিরভাগ এলাকা শান্ত

বাংলাদেশের সীমান্তসংলগ্ন মিয়ানমারের অভ্যন্তরে বেশিরভাগ স্থানে গোলাগুলি থামলেও বৃহস্পতিবারও কিছু কিছু জায়গায় থেমে থেমে গোলাগুলির শব্দ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং সীমান্ত এলাকার ওপারে মিয়ানমারের তোতারদিয়ায় বেশ কয়েক রাউন্ড গোলাগুলির শব্দ পাওয়ার কথা জানিয়েছেন বিবিসি বাংলার সংবাদদাতা মুকিমুল আহসান। এতে গত কয়েকদিনের মতো বৃহস্পতিবারও আতঙ্কে সময় পার করেছেন স্থানীয়রা। তারা জানিয়েছেন, গোলাগুলির কারণে মিয়ানমারে থাকা অনেকেই স্থানীয়দের সাথে যোগাযোগ করে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করছে। তবে সকাল থেকে বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম সীমান্ত ও মিয়ানমারের তমব্রু সীমন্ত অঞ্চল থেকে নতুন করে গোলাগুলি বা মর্টার শেল নিক্ষেপের কোনো শব্দ পাওয়া যায়নি। রাত থেকেই এসব এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিকের দিকে বলে জানিয়েছেন বিবিসির সংবাদদাতা। এতে ওই সীমান্ত অঞ্চলের মানুষদের মধ্যেও অনেকটা স্বস্তি ফিরে এসেছে। গত কয়েকদিনে যারা ঘরবাড়ি ছেড়ে গিয়েছিলেন তারাও আস্তে আস্তে ফিরতে শুরু করেছেন।

বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেই খেত-খামারে কাজ করতে দেখা গিয়েছে কাউকে কাউকে। অনেকে দোকানপাট খুলেছেন। বাজারে-হাটে মানুষের আনাগোনা কিছুটা বেড়েছে। তবে পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক সেটা বলা যাবে না। এখনও অনেক বাড়িঘর খালি পড়ে আছে। স্থানীয়রা আতঙ্কে আছেন যে আবার যেকোনো সময় সীমান্তের ওপারে সংঘাত শুরু হতে পারে। বিবিসির সংবাদদাতা মুকিমুল আহসান জানান, ঘুমধুম-তমব্রু সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন সীমান্ত প্রাচীরে আরাকান আর্মির সদস্যদের সশস্ত্র অবস্থায় সীমান্তে পাহারা দিতে দেখা গিয়েছে। সেখানে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের সেনাবাহিনীর কোনো উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের সেনা চৌকি বিদ্রোহী আরাকান আর্মির দখলে থাকায় সেখানে গোলাগুলির শব্দ কমে গিয়েছে। এখন বিদ্রোহীরা ঘুমধুম-তমব্রু সীমান্ত দিয়ে উখিয়ার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা ছাড়িয়ে দক্ষিণের দিকে অর্থাৎ বাংলাদেশের টেকনাফ সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। সেক্ষেত্রে টেকনাফ সীমান্তে সংঘাত তীব্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে বিজিবি মহাপরিচালক বুধবার জানিয়েছিলেন, এখনও স্থানীয়দের সতর্ক করার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। যখন দরকার হবে তখন জানানো হবে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এ ধরনের সংঘাতের ঘটনায় দুই দেশের সীমান্তের শূন্য রেখায় কয়েকটি লাশ পড়ে আছে। কিন্তু কেউ লাশের কাছে যাওয়ার সাহস করছেন না। এগুলো কাদের মরদেহ তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এদিকে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী- বিজিবি স্থানীয়দের সীমান্ত এলাকার দিকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিলেও সেখানে প্রতিনিয়ত উৎসুক মানুষদের ভিড় করতে দেখা যাচ্ছে। তারা কোনো নির্দেশই মানছেন না। তবে বৃহস্পতিবার বেলা ২টা পর্যন্ত নতুন করে মিয়ানমারের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে কারও বাংলাদেশে প্রবেশের খবর পাওয়া যায়নি। বিজিবির তথ্যমতে, বুধবার নতুন করে মিয়ানমার থেকে দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিজিপি ও সেনাবাহিনীর সদস্যসহ ৬৪ বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে গত চারদিনে আশ্রয় নেয়া বিজিপি, সেনা সদস্যসহ অন্যদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২৮ জনে। এরমধ্যে প্রায় আড়াইশ জনকে রাখা হয়েছে ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়ে। বাকিদের দমদমিয়া বিজিবি ক্যাম্পে আশ্রয়ে রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ভারত সফরে গিয়ে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং দেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) অজিত দোভালের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেছেন। দুই দেশ একাধিক বিষয়ে আলোচনা করলেও সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে মিয়ানমারের সাম্প্রতিক অস্থিরতা। বিশেষ করে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা সেনাদের কীভাবে দেশে ফেরত পাঠানো হবে তা নিয়ে দুই দেশের নেতাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। মিয়ানমারের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ সীমানার কাছে চলমান উত্তেজনার কারণে আগামী শনিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য টেকনাফ-সেন্ট মার্টিন রুটে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। তবে চট্টগ্রাম-সেন্ট মার্টিন ও

কক্সবাজার-সেন্ট মার্টিন রুটের পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল অব্যাহত থাকবে। কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মুহম্মদ শাহীন ইমরান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বুধবার সন্ধ্যায় জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে জেলা প্রশাসনসহ সীমান্ত সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা ও জাহাজ মালিকদের এক সভা হয়। সেখান সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত টেকনাফ-সেন্ট মার্টিন রুটে পর্যটকবাহী সকল জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকবে। মি. ইমরান বলেন, মিয়ানমারের অভ্যন্তরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে জান্তা বাহিনীর সংঘাতের আঁচ মিয়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশের এলাকাগুলোতে এসে পড়ছে। সীমান্তে অস্থির পরিস্থিতিতে পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তা বিবেচনায় মিয়ানমারের সাথে সীমান্ত লাগোয়া এই নৌ রুটে রুটে জাহাজ চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে এই নিষেধাজ্ঞা সাময়িক সময়ের জন্য। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হবে বলে তিনি জানান। টেকনাফ-সেন্ট মার্টিন নৌপথ দিয়ে ১০টি পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল করে। এসব জাহাজ টেকনাফ থেকে যাত্রা করে মিয়ানমার সীমান্তের কাছ দিয়ে প্রতিদিন তিন হাজারের বেশি পর্যটক নিয়ে সেন্ট মার্টিনে আসা যাওয়া করে। এর আগে নিরাপত্তার স্বার্থে সেন্ট মার্টিন নৌ-রুটে জাহাজ চলাচল বন্ধ রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুল জামান সিদ্দিকী।

বুধবার বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়ে মিয়ানমারের বিজিপির সদস্যদের অবস্থা পরিদর্শন করার পর এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, "আমরা সাজেস্ট (পরামর্শ) করেছি কোস্টগার্ডসহ আলোচনা করে এই মুহূর্তে সেন্ট মার্টিনসে কয়েকদিন আমরা যদি পরিদর্শন না করি, ওভারঅল (সার্বিক) নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, সেটা একদিকে ভালো।"

মিয়ানমারের অভ্যন্তরে দেশটির আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সংঘর্ষ সাম্প্রতিক দিনগুলোয় ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে বাংলাদেশের কক্সবাজার, উখিয়া ও বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সীমান্তে গুলি ও মর্টারশেল এসে পড়েছে। এতে হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ:০৮.০২.২০২৪ রিহাব)

বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির আগে যেসব বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি

বাংলাদেশে চিকিৎসা শাস্ত্রে পড়াশুনার আগ্রহ কম নয় এবং এতে পড়াশুনার সুযোগ পেতে প্রতিবছরই হাজার হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। চলতি বছর ৯ই ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে মেডিকেল শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষা। সরকারের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৩৮টি এবং বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৭৪টি। সরকারি ডেন্টাল কলেজ রয়েছে একটি এবং বেসরকারি ডেন্টাল কলেজের সংখ্যা আটটি। এছাড়া সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ডেন্টাল ইউনিট রয়েছে ১২টি। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিটের সংখ্যা ১৪টি। এই সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সাল পর্যন্ত সরকারি মেডিকেল কলেজের আসন সংখ্যা ৪৫২৫টি এবং বেসরকারি মেডিকেল কলেজের আসন সংখ্যা ৬৮০৮টি। সরকারি ডেন্টাল কলেজ এবং ইউনিটে আসন সংখ্যা ৫৬৫টি এবং বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিটে আসন সংখ্যা ১৪০৫টি। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক সংসদে এক ভাষণে জানিয়েছিলেন, আইন ও নীতিমালা অনুসারে মানসম্পন্ন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা না করায় ৫টি মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। সেই সাথে একটি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ডা. এনামুর রহমান বলেন, যদি কোনো মেডিকেল কলেজ বন্ধ করার নির্দেশ সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হয়, তখন সেটি আর রোধ করা যায় না। তবে এমন পরিস্থিতিতে সরকারই ওই শিক্ষার্থীদের অন্যসব মেডিকেল কলেজে ভাগ করে দেয়। দুই বছর হাসপাতাল পরিচালনা সফলভাবে করতে পারলে তারপর মেডিকেল কলেজ পরিচালনার জন্য আবেদন করা যায়। তিনি বলেন, "চাইলেই এখন কেউ ছাত্র ভর্তি করতে পারবে না। ছাত্র ভর্তি করাটা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করে। কে কোন মেডিকেলে ভর্তি হবে সেটার তালিকা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তৈরি করে রেসপেক্টিভ কলেজে পাঠিয়ে দেয়। পাবলিক মেডিকেল কলেজে যেমন সরকার ঠিক করে কে কোন মেডিকেলে ভর্তি হবে, প্রাইভেট সেক্টরেও তাই। আইনে এটা বলা নাই। নীতিমালায় এটা আছে। গতবছর থেকে ছাত্র ভর্তি হচ্ছে সরকারের ইচ্ছায়। সরকারের নির্দেশনায়।" বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে হলে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইন আবেদনপত্র জমা দিতে হয়। এই আবেদনপত্রে দেশে থাকা বেসরকারি মেডিকেল কলেজের তালিকা পছন্দ অনুযায়ী ক্রমানুসারে সাজাতে হয়। সেখান থেকে পরে পছন্দের মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়।

মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মেধাক্রম এবং পরে তার ব্যক্তিগত পছন্দই কাজ করে। তবে কোন বেসরকারি মেডিকেল কলেজটি বেছে নিলে ভালো হবে তা বুঝতে হলে কিছু বিষয় খতিয়ে দেখা যেতে পারে। এর জন্য মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের জন্য যে সমস্ত শর্তাবলী রয়েছে তা ঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এবং অনুমোদন হালনাগাদ কিনা তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি এবং বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের

প্রতিষ্ঠাতা ডা. এনামুর রহমান বলেন, অনুমোদিত মেডিকেল কলেজগুলো সম্পর্কে সরকারের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

এছাড়া কোন মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা কত বছর আগে হয়েছে এবং তাদের আগের রেকর্ড কেমন-সেটিয়েও খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ডা. এনামুর রহমান বলেন, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ক একটি আইন ২০২৩ সালে পাস করা হয়েছে। এই আইনের আওতায় নতুন মেডিকেল কলেজগুলোকে অনুমোদন দেয়া হচ্ছে এবং পুরনোগুলোকেও এই আইনের শর্তগুলো পূরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির আগে সেটি কতটা আইন ও নীতিমালা মেনে চলছে সেটি খেয়াল রাখা যেতে পারে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। এজন্য নীতিমালাগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি।

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন অনুযায়ী, অনুমোদন প্রাপ্ত প্রতিটি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজকে একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়ার নিয়ম রয়েছে। কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে এই আইনে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু শর্ত হচ্ছে, অনুমোদন পেতে হলে মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজে অন্তত ৫০ জন শিক্ষার্থীর আসন থাকতে হবে। মেডিকেল কলেজটি যদি মেট্রোপলিটন এলাকায় হয় তাহলে সেটির নামে অন্তত দুই একর জমি থাকতে হবে। আর ডেন্টাল কলেজ হলে সেটির নামে এক একর জমি থাকার নিয়ম আছে। তবে কলেজগুলো যদি এরইমধ্যে একাডেমিক স্বীকৃতি পেয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এক একর জমি থাকলেও হবে। মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে মেডিকেল কলেজের জন্য চার একর এবং ডেন্টাল কলেজের জন্য দুই একর জমি থাকা বাধ্যতামূলক। এসব জমি অবশ্যই নিষ্কণ্টক হতে হবে। এসব মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজ এবং তাদের সাথে থাকা হাসপাতাল কোনোভাবেই ইজারা পাওয়া বা ভাড়া জমিতে স্থাপন করা যাবে না। যে মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থীদের জন্য ৫০টি আসন থাকবে তাদেরকে তিন কোটি টাকা যেকোনো তফসিলি ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে জমা করে রাখতে হবে। ডেন্টাল কলেজের ক্ষেত্রে এই টাকার পরিমাণ দুই কোটি। ৫০টির বেশি আসন হলে প্রতি আসনের জন্য মেডিকেল কলেজকে ৩ লাখ টাকা এবং ডেন্টাল কলেজকে দুই লাখ টাকা সংরক্ষিত করে রাখতে হবে। ৫০ জন শিক্ষার্থীর আসন যে কলেজের রয়েছে তাদের একাডেমিক কাজের জন্য এক লক্ষ বর্গফুট এবং হাসপাতালের জন্য এক লক্ষ বর্গফুটের ফ্লোর স্পেস রয়েছে এমন ভবন থাকতে হবে। ডেন্টাল কলেজের ক্ষেত্রে এই আয়তন ৫০ হাজার বর্গফুট।

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য আলাদা ভবন থাকতে হবে। বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের প্রতি বিভাগে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১:১০ অর্থাৎ প্রতি ১০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকতে হবে। কলেজের পাঁচ শতাংশ আসন দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকতে হবে। এছাড়া শ্রেণিকক্ষ, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি, মিলনায়তন, সেমিনার কক্ষ, অফিস কক্ষ, শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা কমনরুম, ফ্লোর স্পেস, শিক্ষক ও টেকনিক্যাল স্টাফ, শিক্ষা উপকরণ ও যন্ত্রপাতি, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত পাঠাগার, ল্যাব, খেলাধুলা, বিনোদন ও শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আবাসন ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কক্ষের জন্য পর্যাপ্ত স্থান ও অবকাঠামো থাকতে হবে। একাডেমিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজের হাসপাতালে দরিদ্রদের জন্য বিনা ভাড়ায় ১০ শতাংশ শয্যা স্থায়ীভাবে বরাদ্দ থাকতে হবে। এছাড়া এদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ সার্বক্ষণিক জরুরি চিকিৎসা সেবার সুযোগ থাকতে হবে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বেসরকারি মেডিকেল স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১১ অনুযায়ী, বেসরকারি মেডিকেল কলেজও সরকারি মেডিকেল কলেজের ভর্তি নীতিমালা অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট কলেজে ভর্তিচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা তালিকা থেকেই ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করাবে।

প্রথমবার শিক্ষার্থী ভর্তিসহ শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করার আগে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হবে। পরে অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ আসন সংখ্যা বাড়াতে হলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি ছাড়া শিক্ষার্থী ভর্তি বা আসন সংখ্যা বাড়ানো হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ অনুমোদন বাতিল করা হতে পারে। তবে শর্ত মেনে অনুমোদন পাওয়াটাই শেষ নয় বরং, বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট সময় পর পর বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল থেকে অনুমোদন নবায়ন করতে হয়। মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজের সব শিক্ষার্থীর ভর্তি ও মাসিক পড়াশুনার খরচ সরকার বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন অনুযায়ী নির্ধারণ করে থাকে। তবে এর নির্ধারিত প্রক্রিয়া রয়েছে। এর আওতায় বেসরকারি মেডিকেল কলেজের পরিচালনা পর্ষদ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের মাসিক পড়াশুনার খরচ ও অন্যান্য ফি নির্ধারণ করে সেটি মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলকে জানায়। তারা এটা মূল্যায়ন করে সেটি অনুমোদন করে। এই অনুমোদিত ও নির্ধারিত ফি এর বাইরে অতিরিক্ত ফি আদায় না করার নিয়ম রয়েছে।

বাংলাদেশের কয়েকটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় ৫ বছর মেয়াদী এমবিবিএস ডিগ্রির জন্য দেশের একজন শিক্ষার্থীকে এককালীন ২১ লাখ টাকার বেশি প্রদান করতে হয়। সব মিলিয়ে টিউশন

ফিসহ ডিগ্রি অর্জন পর্যন্ত এই খরচ ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত দাঁড়াতে পারে। বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য এই খরচ গড়ে ৪০ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত হয়ে থাকে বলে জানা গেছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ :০৮.০২.২০২৪ রিহাব)

মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা সেনা ও বিজিপি-র ১০০ সদস্যকে টেকনাফে স্থানান্তর

মিয়ানমারের চলমান সংঘাতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের সে দেশে 'দ্রুততম সময়ে ফেরত পাঠানো হবে' বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এই ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া আকাশপথে বা সমুদ্রপথে – যে কোনওটাতেই হতে পারে বলেও তারা আভাস দিয়েছে। বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক এক ব্রিফিং-এ তথ্য জানানো হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলি সাবরিন জানিয়েছেন, "বাংলাদেশ দ্রুততম সময়ে এ সকল ব্যক্তিদের প্রত্যাবাসন চায়। এখানে সময় ক্ষেপণের সুযোগ নেই। আশা করা যাচ্ছে অতি দ্রুত সম্ভব তাদেরকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হবে, সেটা আকাশপথেই হোক বা সমুদ্রপথেই হোক। তাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের বিষয়টি জরুরি।" এদিকে, মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও সেনাবাহিনী-সহ বিভিন্ন সংস্থার ১০ জনকে ঘুমধুমের তুমব্রু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে টেকনাফের হ্নীলা উচ্চ বিদ্যালয়ে স্থানান্তর করা হয়েছে। বিজিবি জানিয়েছে, তারা ঘুমধুমে যে স্কুলে ছিলো সেটা ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে ছিল। তবে তাদের ফেরত পাঠাতে সেখানে স্থানান্তর করা হয়েছে, 'বিষয়টি এমন নয়' বলেও জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের লিখিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলি সাবরিন জানিয়েছেন, "মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। মিয়ানমার সরকার তাদের সেনা ও বিজিপির সদস্যদের ফিরিয়ে নিতে ইতোমধ্যেই আগ্রহ ব্যক্ত করেছে।" এ বিষয়ে বুধবার বিকেলে মিয়ানমারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছেন। ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে মুখপাত্র জানান, "মিয়ানমার সরকারের নিয়মিত বাহিনী বিজিপি-র সদস্যদের আশ্রয় দান এবং রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ার বিষয়টি এক করে দেখা ঠিক হবে না। আশ্রিত বিজিপি সদস্যদের নিরাপদ দ্রুত প্রত্যাবাসনই প্রধান বিবেচ্য বিষয়।" মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সদস্যদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়ার সাথে আন্তর্জাতিক বা রাজনৈতিক কোনও কারণ থাকার প্রশ্ন অবান্তর বলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন মুখপাত্র। তিনি জানান, "মিয়ানমারের বিজিপি সদস্যরা সম্প্রতি ভারতেও আশ্রয় নিয়েছে এবং ভারত থেকে তারা নিজ দেশে ফিরে গিয়েছে। একটি নিয়মিত বাহিনীর বিপদগ্রস্ত সদস্য হিসেবে বাংলাদেশে তারা সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছে"। "এবং প্রথম দিন থেকেই মিয়ানমার সরকার তাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। বাংলাদেশে প্রবেশের সময় তারা বিজিবির কাছে অস্ত্রশস্ত্র জমা দিয়েছে।" একই সাথে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংকটে বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষতিপূরণ চাওয়া হয়েছে কি না, তা জানতে চাইলে মুখপাত্র জানান, ক্ষতিপূরণের বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে।

এছাড়া মিয়ানমারের চলমান যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশ যে ভূ-রাজনীতির সমীকরণে পড়েছে তা থেকে উত্তরণে কী ধরনের কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো হচ্ছে তা জানতে চাওয়া হয় মুখপাত্রের কাছে। তিনি বলেন, "মিয়ানমারের চলমান সংঘাতে বাংলাদেশের জনসাধারণ, সম্পদ বা সার্বভৌমত্ব কোনও ভাবে যেন হুমকির সম্মুখীন না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে তাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে। পাশাপাশি সুবিধাজনক সময়ে স্বেচ্ছায়, টেকসই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু করার জন্য দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সতর্ক রয়েছে", বলে জানান মুখপাত্র। একই সাথে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সাথে নিউইয়র্কস্থ স্থায়ী মিশন সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে বলেও জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলি সাবরিন। বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন মিয়ানমারের অভ্যন্তরে বেশিরভাগ স্থানে গোলাগুলি থামলেও বৃহস্পতিবারও কিছু কিছু জায়গায় থেমে থেমে গোলাগুলির শব্দ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং সীমান্ত এলাকার ওপারে মিয়ানমারের তোতারদিয়ায় বেশ কয়েক রাউন্ড গোলাগুলির শব্দ পাওয়ার কথা জানিয়েছেন বিবিসি বাংলার সংবাদদাতা মুকিমুল আহসান। এতে গত কয়েকদিনের মতো বৃহস্পতিবারও আতঙ্কে সময় পার করেছেন স্থানীয়রা। তারা জানিয়েছেন, গোলাগুলির কারণে মিয়ানমারে থাকা অনেকেই স্থানীয়দের সাথে যোগাযোগ করে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করছে।

তবে সকাল থেকে বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম সীমান্ত ও মিয়ানমারের তমব্রু সীমন্ত অঞ্চল থেকে নতুন করে গোলাগুলি বা মর্টার শেল নিক্ষেপের কোনো শব্দ পাওয়া যায়নি। রাত থেকেই এসব এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিকের দিকে বলে জানিয়েছেন বিবিসির সংবাদদাতা। এতে ওই সীমান্ত অঞ্চলের মানুষদের মধ্যেও অনেকটা স্বস্তি ফিরে এসেছে। গত কয়েকদিনে যারা ঘরবাড়ি ছেড়ে গিয়েছিলেন তারাও আস্তে আস্তে ফিরতে শুরু করেছেন। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেই খেত-খামারে কাজ করতে দেখা গিয়েছে কাউকে কাউকে। অনেকে দোকানপাট খুলেছেন। বাজারে-হাটে মানুষের আনাগোনা কিছুটা বেড়েছে। তবে পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক সেটা বলা যাবে না। এখনও অনেক বাড়িঘর খালি পড়ে আছে। স্থানীয়রা আতঙ্কে আছেন যে আবার যেকোনো সময় সীমান্তের ওপারে সংঘাত শুরু হতে পারে। বিবিসির সংবাদদাতা মুকিমুল আহসান জানান, ঘুমধুম-তমব্রু সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন সীমান্ত

প্রাচীরে আরাকান আর্মির সদস্যদের সশস্ত্র অবস্থায় সীমান্তে পাহারা দিতে দেখা গিয়েছে। সেখানে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের সেনাবাহিনীর কোনো উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি।

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের সেনা চৌকি বিদ্রোহী আরাকান আর্মির দখলে থাকায় সেখানে গোলাগুলির শব্দ কমে গিয়েছে। এখন বিদ্রোহীরা ঘুমধুম-তমব্রু সীমান্ত দিয়ে উখিয়ার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা ছাড়িয়ে দক্ষিণের দিকে অর্থাৎ বাংলাদেশের টেকনাফ সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। সেক্ষেত্রে টেকনাফ সীমান্তে সংঘাত তীব্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে বিজিবি মহাপরিচালক বুধবার জানিয়েছিলেন, এখনও স্থানীয়দের সতর্ক করার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। যখন দরকার হবে তখন জানানো হবে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এ ধরনের সংঘাতের ঘটনায় দুই দেশের সীমান্তের শূন্য রেখায় কয়েকটি লাশ পড়ে আছে। কিন্তু কেউ লাশের কাছে যাওয়ার সাহস করছেন না। এগুলো কাদের মরদেহ তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এদিকে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী- বিজিবি স্থানীয়দের সীমান্ত এলাকার দিকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিলেও সেখানে প্রতিনিয়ত উৎসুক মানুষদের ভিড় করতে দেখা যাচ্ছে। তারা কোনো নির্দেশই মানছেন না। তবে বৃহস্পতিবার বেলা ২টা পর্যন্ত নতুন করে মিয়ানমারের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে কারও বাংলাদেশে প্রবেশের খবর পাওয়া যায়নি।

বিজিবির তথ্যমতে, বুধবার নতুন করে মিয়ানমার থেকে দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিজিপি ও সেনাবাহিনীর সদস্যসহ ৬৪ বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে গত চারদিনে আশ্রয় নেয়া বিজিপি, সেনা সদস্যসহ অন্যদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২৮ জনে। এরমধ্যে প্রায় আড়াইশ জনকে রাখা হয়েছে ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়ে। বাকিদের দমদমিয়া বিজিবি ক্যাম্পে আশ্রয়ে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ভারত সফরে গিয়ে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং দেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) অজিত দোভালের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেছেন। দুই দেশ একাধিক বিষয়ে আলোচনা করলেও সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে মিয়ানমারের সাম্প্রতিক অস্থিরতা। বিশেষ করে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা সেনাদের কীভাবে দেশে ফেরত পাঠানো হবে তা নিয়ে দুই দেশের নেতাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। মিয়ানমারের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ সীমানার কাছে চলমান উত্তেজনার কারণে আগামী শনিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য টেকনাফ-সেন্ট মার্টিন রুটে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। তবে চট্টগ্রাম-সেন্ট মার্টিন ও কক্সবাজার-সেন্ট মার্টিন রুটের পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল অব্যাহত থাকবে। কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মুহম্মদ শাহীন ইমরান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বুধবার সন্ধ্যায় জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে জেলা প্রশাসনসহ সীমান্ত সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা ও জাহাজ মালিকদের এক সভা হয়। সেখান সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত টেকনাফ-সেন্ট মার্টিন রুটে পর্যটকবাহী সকল জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকবে। মি. ইমরান বলেন, মিয়ানমারের অভ্যন্তরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে জান্তা বাহিনীর সংঘাতের আঁচ মিয়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশের এলাকাগুলোতে এসে পড়ছে।

সীমান্তে অস্থির পরিস্থিতিতে পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তা বিবেচনায় মিয়ানমারের সাথে সীমান্ত লাগোয়া এই নৌ রুটে জাহাজ চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে এই নিষেধাজ্ঞা সাময়িক সময়ের জন্য। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হবে বলে তিনি জানান। টেকনাফ-সেন্ট মার্টিন নৌপথ দিয়ে ১০টি পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল করে। এসব জাহাজ টেকনাফ থেকে যাত্রা করে মিয়ানমার সীমান্তের কাছ দিয়ে প্রতিদিন তিন হাজারের বেশি পর্যটক নিয়ে সেন্ট মার্টিনে আসা যাওয়া করে। এর আগে নিরাপত্তার স্বার্থে সেন্ট মার্টিন নৌ-রুটে জাহাজ চলাচল বন্ধ রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুল জামান সিদ্দিকী। বুধবার বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়ে মিয়ানমারের বিজিপির সদস্যদের অবস্থা পরিদর্শন করার পর এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, "আমরা সাজেস্ট (পরামর্শ) করেছি কোস্টগার্ডসহ আলোচনা করে এই মুহূর্তে সেন্ট মার্টিনসে কয়েকদিন আমরা যদি পরিদর্শন না করি, ওভারঅল (সার্বিক) নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, সেটা একদিকে ভালো।" মিয়ানমারের অভ্যন্তরে দেশটির আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সংঘর্ষ সাম্প্রতিক দিনগুলোয় ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে বাংলাদেশের কক্সবাজার, উখিয়া ও বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সীমান্তে গুলি ও মর্টারশেল এসে পড়েছে। এতে হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ:০৮.০২.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

টেকনাফ-সেন্টমার্টিন রুটে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ

বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার টেকনাফ অংশে মিয়ানমার সীমান্তে অস্থিরতা বিরাজ করায় নিরাপত্তার কারণে ১০ ফেব্রুয়ারি (শনিবার) থেকে টেকনাফ–সেন্টমার্টিন রুটে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে স্থানীয় প্রশাসন। বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কক্সবাজার জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) ইয়ামিন হোসেন। তিনি বলেন, নিরাপত্তার স্বার্থে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে সেন্টমার্টিনে নৌপথে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন। টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আদনান চৌধুরী বলেন, নিরাপত্তা কারণে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিনগামী সব পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে ৯ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) পর্যন্ত সব জাহাজ চলাচল করবে। তিনি

আরও বলেন, টেকনাফ থেকে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকলেও চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার হতে চলাচলকারী জাহাজ চলাচল অব্যাহত থাকবে। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি ঘুমধুম ও তুমব্রু সীমান্তে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সামরিক জান্তার সশস্ত্র বাহিনী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তীব্র লড়াই, সংঘর্ষ ও গোলাগুলির মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সীমান্তে সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুর পর্যন্ত মিয়ানমারের অন্তত ৩২৭ জন সেনা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। এদিকে, সোমবার মিয়ানমার থেকে ছোড়া মর্টার শেলের আঘাতে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের জলপৈতলী গ্রামে এক বাংলাদেশি নারী ও এক রোহিঙ্গা পুরুষ নিহত হয়েছেন। জাতিগত সংখ্যালঘু রাখাইন আন্দোলনের প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সামরিক শাখা আরাকান আর্মি। তারা মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসন চায়। আরাকান আর্মি সশস্ত্র জাতিগত গোষ্ঠীর একটি জোটের সদস্য। তারা সম্প্রতি মিয়ানমারের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি কৌশলগত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেছে। মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি এবং তা'আং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির সঙ্গে থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স নামে একত্রে কাজ করে আরাকান আর্মি। এই জোট, ২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবর চীন সীমান্তবর্তী উত্তরাঞ্চলীয় শান রাজ্যে একটি সমন্বিত আক্রমণ শুরু করে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের পর থেকে এই অভিযান মিয়ানমারের সামরিক শাসকদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জোটের বরাত দিয়ে অ্যাসোসিয়েট প্রেস (এপি) জানিয়েছে, তারা ২৫০টির বেশি সামরিক চৌকি, পাঁচটি সরকারি সীমান্ত ক্রসিং এবং চীন সীমান্তের কাছে একটি বড় শহরসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে নিয়েছে। ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট মিয়ানমারের সেনাবাহিনী উত্তর রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অভিযান শুরু করে। যা ছিল আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে গুরুতর অপরাধ। তখন সেনাবাহিনী গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। সেনাবাহিনীর নৃশংস অভিযানের ফলে, সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের অন্তত ৭ লাখ ৪০ হাজার সদস্য সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। রাখাইনের পুরোনো নাম আরাকান।(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ এলিনা)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ধর্ষণের ঘটনায় আরও ২ জন গ্রেপ্তার

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরে অবস্থিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ক্যাম্পাসে স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন—মো. মামুনুর রশিদ ওরফে মামুন ও মো. মুরাদ। গ্রেপ্তার মো. মামুনুর রশিদ ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী। সে ভুক্তভোগী নারীর পূর্বপরিচিত। মো. মুরাদ ভুক্তভোগীর স্বামীকে আটকে রাখায় সহায়তা ও মারধর করা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী। ঘটনার পর ধেকে তারা পলাতক ছিলেন। র‍্যাবের সদর দপ্তরের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের সহকারী পরিচালক সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) আল আমিন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাব-৪ রাজধানী ঢাকার ফার্মগেট এবং নওগাঁ জেলায় একযোগে অভিযান চালিয়ে যথাক্রমে মামুন ও মুরাদকে গ্রেপ্তার করে। এর আগে ৪ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) পুলিশ অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। গ্রেপ্তার ওই চার ব্যক্তিরা হলেন—জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রলীগের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, একই বিভাগের শিক্ষার্থী সাগর সিদ্দিকী, হাসানুজ্জামান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সাব্বির হাসান। ওই দিনই তাদের আদালতে হাজির করে মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সাত দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আশুলিয়া থানার উপ-পরিদর্শক মিজানুর রহমান। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাবেয়া বেগমের আদালতে তাদের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এদিন বেলা ৫টার দিকে তাদেরকে আদালতে আনা হয়। এদিকে ধর্ষণের ঘটনায় জাবি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনায় ৩ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। শনিবার (৩ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত সাড়ে ৯টার দিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন হলে স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে হলসংলগ্ন জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর ওই নারী ও তাঁর স্বামীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার বিচারের দাবিতে ভুক্তভোগী নারী ও তাঁর স্বামী আশুলিয়া থানা ও সাভার মডেল থানায় যান। পরে ভুক্তভোগী নারীর স্বামী আশুলিয়া থানায় ছয়জনকে অভিযুক্ত করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাবের সাবেক সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ও পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথকভাবে এই নিষেধাজ্ঞা দেয়। এই কর্মকর্তাদের মধ্যে র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আইজি বেনজীর আহমেদ, র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের বর্তমান আইজি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) খান মোহাম্মদ আজাদ, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) তোফায়েল মোস্তাফা সরোয়ার, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. জাহাঙ্গীর আলম ও সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. আনোয়ার লতিফ খানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথক এক ঘোষণায় বেনজীর আহমেদ এবং র‍্যাব ৭–এর সাবেক অধিনায়ক মিফতাহ উদ্দীন আহমেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের

ট্রেজারি বিভাগের প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে সরকারের লড়াইয়ে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত। এতে বলা হয়েছে যে, তারা আইনের শাসন, মানবাধিকারের মর্যাদা ও মৌলিক স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ন করে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। র‍্যাব হচ্ছে ২০০৪ সালে গঠিত একটি সম্মিলিত টাস্ক ফোর্স। তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরাধীদের কর্মকান্ড সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং সরকারের নির্দেশে তদন্ত পরিচালনা করা। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বা এনজিওদের অভিযোগ হচ্ছে যে, র‍্যাব ও বাংলাদেশের অন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ২০০৯ সাল থেকে ৬০০ ব্যক্তির গুম হয়ে যাওয়া এবং ২০১৮ সাল থেকে বিচার বহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতনের জন্য দায়ী। কোনো কোনো প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এই সব ঘটনার শিকার হচ্ছে বিরোধী দলের সদস্য, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা।(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ এলিনা)

রমজানের আগে নিত্যপ্রয়োজনীয় ৪ পণ্যের আমদানি শুল্ক কমিয়েছে এনবিআর

আসন্ন রমজান মাস উপলক্ষে চাল, ভোজ্যতেল, চিনি ও খেজুরের ওপর শুল্ক কর অব্যাহতির প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) এই প্রজ্ঞাপন জারি করে প্রতিষ্ঠানটি। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ওপর শুল্ক ন্যূনতম ৫ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৪৭ শতাংশ কমিয়েছে রাজস্ব বোর্ড। এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিমের সই করা পৃথক চারটি প্রজ্ঞাপনে আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, চালের আমদানি শুল্ক ও কর কমানো হয়েছে ৪৭ দশমিক ২৫ শতাংশ। বিদ্যমান শুল্ক কর ৬২ দশমিক ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ দশমিক ২৫ শতাংশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক কমানো হয়েছে। সিদ্ধ ও আতপ চাল আমদানির ক্ষেত্রে কমানো এই কর প্রযোজ্য হবে। তবে ভর্তুকি মূল্যে চাল আমদানির আগে প্রতিটি চালানের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ন্যূনতম যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তার কাছ থেকে লিখিত অনুমোদন নিতে হবে। কর কমানোর সুবিধা বলবৎ থাকবে চলতি বছরের ১৫ মে পর্যন্ত। অন্যদিকে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত (অপরিশোধিত) সয়াবিন ও পাম তেলের ওপর কর (ভ্যাট) ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। যা ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। চিনি আমদানির ক্ষেত্রে প্রতি মেট্রিক টন শুল্কের নির্ধারিত হার দেড় হাজার টাকা থেকে কমিয়ে এক হাজার টাকা করা হয়েছে। এনবিআরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৩১ মার্চ পর্যন্ত এ সুবিধা কার্যকর থাকবে। এ ছাড়া, খেজুরের আমদানি শুল্ক ৫৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪৩ শতাংশ করা হয়েছে। এর মধ্যে আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে ১০ শতাংশ। এ সুবিধা ৩০ মার্চ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর আগে ২৯ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভোজ্যতেল, চিনি, খেজুর ও চালের ওপর শুল্ক কমানোর নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈঠকে তিনি বলেন, রমজানে এসব পণ্যের সরবরাহ যেন কমে না যায়। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ এলিনা)

মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া বিজিপি সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্তের আহ্বান

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান সংঘর্ষের ঘটনায় বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া দেশটির বর্ডার গার্ড অব পুলিশের (বিজিপি) সদস্যদের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর করা অপরাধ ও নৃশংসতার সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) সঙ্গে একত্রিত হয়ে তদন্ত করতে বাংলাদেশকে আহ্বান জানিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন ফর্টিফাই রাইটস। বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) সংস্থাটি এ আহ্বান জানায়। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে আরাকান আর্মির সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে শত শত বিজিপি সদস্য পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশে সহায়তা ও সুরক্ষার পাশাপাশি অতীতে এই বিজিপি সদস্যরা কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল কি না, সেটি পর্যালোচনার ওপর জোর দিয়েছেন ফর্টিফাই রাইটসের সিইও ম্যাথু স্মিথ। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থাকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসতে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীসহ পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করতে এটি সহায়তা করবে। এই সীমান্তরক্ষীদের কাছে এমন তথ্য থাকতে পারে যেসব মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যা ও অন্য অপরাধের জন্য অপরাধীদের জবাবদিহির মুখোমুখি করতে সাহায্য করতে পারে। এ বিষয়ে তাদের ওপর সঠিকভাবে তদন্ত করা উচিত বলেও মনে করেন স্মিথ। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবির (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) হিসাব অনুযায়ী, ৬ ফেব্রুয়ারি মিয়ানমারের ২৬৪ জন বিজিপির সদস্য বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে; যাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন গুরুতর আহত, যারা এখন স্থানীয়ভাবে চিকিৎসাধীন। কক্সবাজারে বাংলাদেশের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান গণমাধ্যমকে বলেন, মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর আগে মিয়ানমার সীমান্তরক্ষীদের নিকটবর্তী জেলা বান্দরবানে থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর আগে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে সংঘটিত হওয়া মিয়ানমারের পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত যেকোনো অপরাধ তদন্তের জন্য ২০১৯ সালের ১৪ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আইসিসি অফিস অফ দ্য প্রসিকিউটরকে (ওটিপি) অনুমোদন দেয়। এ তদন্ত প্রায় চার বছর ধরে চলছে। আদালত এখনো রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নৃশংসতা অপরাধসংক্রান্ত কোনো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেনি। ২০১০ সালে বাংলাদেশ আইসিসির একটি রাষ্ট্রীয় পক্ষ হয়ে মিয়ানমারের অভিযুক্ত অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে আইসিসির সঙ্গে কাজ করেছিল। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে মিও উইন তুন এবং জাও নাইং তুন নামে মিয়ানমারের দুজন সামরিক সদস্য বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে এসে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে আশ্রয়

চেয়েছিল। তারা মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা, ধর্ষণ ও অন্যান্য অপরাধে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। রোম সংবিধির একটি রাষ্ট্রপক্ষ হিসেবে ঢাকা আইসিসিকে এই দুই সাবেক সৈনিকের উপস্থিতি সম্পর্কে জানায়। পরে এই দুই সেনাকে হেগে স্থানান্তরিত করা হয়। তারাই প্রথমবারের মতো মিয়ানমার থেকে আইসিসির হাতে আসা অপরাধী। ফর্টিফাই রাইটস মনে করছে, মিয়ানমারে আন্তর্জাতিক অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহে বাংলাদেশেরও উচিত মিয়ানমারবিষয়ক আন্তর্জাতিক স্বাধীন ব্যবস্থার (আইআইএমএম) সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতা করা। মিয়ানমারে আন্তর্জাতিক অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে ভবিষ্যতে বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল ২০১৯ সালে আইআইএমএম গঠন করে। ২০১৬ ও ২০১৭ সালে রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগণের ওপর মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী গণহত্যা চালায়। শত শত গ্রাম ধ্বংস করে, হত্যা-ধর্ষণ আর নৃশংস অত্যাচার চালায়। প্রায় ৭ লাখেরও বেশি মানুষ বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। ফর্টিফাই রাইটস, যুক্তরাষ্ট্র সরকার, জাতিসংঘের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন, রোহিঙ্গাদের সংঘঠনগুলোসহ অন্যরা এই হামলাকে গণহত্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ এলিনা)

বিজিপি সদস্যদের ফেরত পাঠাতে দুই দেশের নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের কারণে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া দেশটির সেনাবাহিনী ও সীমান্তরক্ষী বিহিনীর (বিজিপি) সদস্যদের খুব দ্রুত ফেরত পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাংপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলি সাবরীন। এ বিষয়ে নেপিদোর সঙ্গে যোগাযোগের অগ্রগতি সম্পর্কে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "ঢাকায় মিয়ানমার দূতাবাসের সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এবং মিয়ানমারে সে দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে। মিয়ানমার সরকার তাদের সেনা ও বিজিপির সদস্যদের ফিরিয়ে নিতে ইতিমধ্যেই আগ্রহ প্রকাশ করছে। এখন যত শিগগিরই সম্ভব তাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনে বিষয়ে আলোচনা চলছে।" সেহেলি সাবরীন বলেন, এ বিষয়ে মিয়ানমারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গতকাল বিকেলে, মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আশা করা যাচ্ছে অতি দ্রুত তাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "মিয়ানমারের চলমান সংঘাত তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তবে এর ফলে বাংলাদেশের জনসাধারণ, সম্পদ বা সার্বভৌমত্ব কোনোভাবে যেন হুমকির সম্মুখীন না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে মিয়ানমারের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে।" মিয়ানমারে চলামান যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশ যে ভূ-রাজনীতির সমীকরণে পড়েছে তা থেকে উত্তরণে কূটনৈতিক তৎতপরতা ও আন্তর্জাতিক ফোরামের সহায়তা প্রসঙ্গে মুখপাত্র বলেন, এ বিষয়ে বাংলাদেশ সর্তক রয়েছে এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সঙ্গে নিউইয়র্কের স্থায়ী মিশন সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করছে। বাংলাদেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে মিয়ানমারের শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা দেখতে চায়। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাসনের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "মিয়ানমার সংকট উত্তরণের জন্য আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক যেকোনো উদ্যোগে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়টি অনিবার্যভাবে থাকা প্রয়োজন। সুবিধাজনক সময়ে স্বেচ্ছায়, স্থায়ী রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু করার জন্য দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও বহুপক্ষীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।" 'কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হবে না' বলা হলেও কেন বিজিপি ও সেনা সদস্যদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে, এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "মিয়ানমার সরকারের নিয়মিত বাহিনী বিজিপির সদস্যদের আশ্রয় দান এবং রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার বিষয়টি এক করে দেখা ঠিক হবে না।" নৌরুট ও আকাশ পথে ফেরত পাঠানোর প্রসঙ্গে মুখপাত্র বলেন, "আশ্রিত বিজিপি সদস্যদের নিরাপদে দ্রুত ফেরত পাঠানোই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বিমান বা নৌরুটের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয় বা কোনো পূর্বশতও নয়। বিমানযোগে প্রত্যাবাসন দ্রুততম সময়ে করা সম্ভব বিবেচনায় বাংলাদেশ এ প্রস্তাব দিয়েছিল। মিয়ানমার কিছুদিন আগেও ভারত থেকে বিমানযোগে সেনা নিয়ে এসেছিল। তাই এ প্রস্তাব বাংলাদেশের পক্ষ হতে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ দ্রুততম সময়ে এসব ব্যক্তিকে ফেরত পাঠাতে চায়। এখানে সময় ক্ষেপণের সুযোগ নেই। আশা করা যাচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব তাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হবে সেটা আকাশপথেই হোক বা সমুদ্রপথেই হোক।"

মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়ার সঙ্গে আন্তর্জাতিক বা রাজনৈতিক কোনো কারণ থাকার প্রশ্ন অবান্তর বলে মন্তব্য করেন তিনি। মিয়ানমারের বিজিপি সদস্যরা সম্প্রতি ভারতেও আশ্রয় নিয়েছে এবং ভারত থেকে তারা নিজ দেশে ফিরে গিয়েছে বলে জানান। সেহেলি সাবরীন বলেন, একটি নিয়মিত বাহিনীর বিপদগ্রস্ত সদস্য হিসেবে বাংলাদেশে তারা সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছে এবং প্রথম দিন থেকেই মিয়ানমার সরকার তাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। বাংলাদেশে প্রবেশের সময় তারা বিজিবির কাছে অস্ত্রশসত্র জমা দিয়েছে। মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংকটে বাংলাদেশির মৃত্যুর বিষয়ে ক্ষতিপূরণ চাওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংকটে বাংলাদেশির মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বিষয়টির প্রতি সংবেদনশীল। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে মিয়ানমার সরকারের কাছে কড়া প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। ক্ষতিপূরণ চাওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি ঘুমধুম ও তুমব্রু সীমান্তে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সামরিক জান্তার সশস্ত্র বাহিনী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তীব্র লড়াই, সংঘর্ষ ও গোলাগুলির মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সীমান্তে সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে বুধবার (৭

ফেব্রুয়ারি) দুপুর পর্যন্ত মিয়ানমারের অন্তত ৩২৭ জন সেনা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। এদিকে, সোমবার মিয়ানমার থেকে ছোড়া মর্টার শেলের আঘাতে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের জলপৈতলী গ্রামে এক বাংলাদেশি নারী ও এক রোহিঙ্গা পুরুষ নিহত হয়েছেন। জাতিগত সংখ্যালঘু রাখাইন আন্দোলনের প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সামরিক শাখা আরাকান আর্মি। তারা মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসন চায়। আরাকান আর্মি সশস্ত্র জাতিগত গোষ্ঠীর একটি জোটের সদস্য। তারা সম্প্রতি মিয়ানমারের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি কৌশলগত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেছে। মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি এবং তা'আং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির সঙ্গে থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স নামে একত্রে কাজ করে আরাকান আর্মি। এই জোট, ২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবর চীন সীমান্তবর্তী উত্তরাঞ্চলীয় শান রাজ্যে একটি সমন্বিত আক্রমণ শুরু করে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের পর থেকে এই অভিযান মিয়ানমারের সামরিক শাসকদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জোটের বরাত দিয়ে অ্যাসোসিয়েট প্রেস (এপি) জানিয়েছে, তারা ২৫০টির বেশি সামরিক চৌকি, পাঁচটি সরকারি সীমান্ত ক্রসিং এবং চীন সীমান্তের কাছে একটি বড় শহরসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে নিয়েছে। ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট মিয়ানমারের সেনাবাহিনী উত্তর রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অভিযান শুরু করে। যা ছিল আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে গুরুতর অপরাধ। তখন সেনাবাহিনী গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। সেনাবাহিনীর নৃশংস অভিযানের ফলে, সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের অন্তত ৭ লাখ ৪০ হাজার সদস্য সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। রাখাইনের পুরোনো নাম আরাকান। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ এলিনা)

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্করের সঙ্গে আলোচনায় দ্রুত তিস্তা চুক্তি সম্পাদনে জোর হাছান মাহমুদের

ভারত সফররত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্করের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আলোচনাকালে হাছান মাহমুদ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পানি সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে দ্রুত তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদন এবং গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির নবায়নের ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির মেয়াদ ২০২৬ সালে শেষ হবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ভারতে প্রথম দ্বিপক্ষীয় সফরে দিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউজে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্করের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন হাছান মাহমুদ। বৈঠকে তাঁরা দুই দেশের জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভবিষ্যতের সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা সীমান্ত হত্যার বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন। দুই পক্ষই বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো এবং সীমান্ত হত্যা শূন্যে নামিয়ে আনতে এবং মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার না করতে সম্মত হয়। হাছান মাহমুদ বৈঠকে এস জয়শঙ্করের কাছে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা প্রত্যাহার এবং বিশেষ করে রমজান মাসে মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করেন। দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, সংযোগ, বিদ্যুৎ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা, পানি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপর জোর দেন। দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক এবং বহুপক্ষীয় প্ল্যাটফর্মে একে অপরকে আরও সহযোগিতা করতে সম্মত হন। এস জয়শঙ্কর উল্লেখ করেন, দুই দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণে বাংলাদেশ ও ভারতকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বৈঠকের পর এস জয়শঙ্কর এক্সে (যা আগে টুইটার নামে পরিচিত ছিল) শেয়ার করা এক সংক্ষিপ্ত বার্তায় বলেন, "আমাদের আজকের আলোচনা বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রীকে (বন্ধুত্ব) শক্তিশালী করবে।" এ বছরের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি হাছান মাহমুদের যেকোনো দেশে তাঁর প্রথম দ্বিপক্ষীয় সফর। এর আগে হাছান মাহমুদ দিল্লির সর্দার প্যাটেল ভবনে দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ সময় হাছান মাহমুদ বলেন, উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি বজায় রাখা অপরিহার্য এবং ভারতে তার চলমান দ্বিপক্ষীয় সফরের সময় এটিই অগ্রাধিকার পাচ্ছে। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতও ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। "উন্নয়নের এই ধারা বজায় রাখতে আঞ্চলিক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি বজায় রাখার কোনো বিকল্প নেই। আমরা সে দিক নিয়ে আলোচনা করেছি," হাছান মাহমুদ বলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান আরও বলেন, রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে পূর্ণ অধিকার দিয়ে পুনর্বাসনের বিষয়ে এবং মিয়ানমারের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে একসঙ্গে কাজ করার উপায় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। হাছান মাহমুদ ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে বৈঠক করবেন। ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি কলকাতায় যাবেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ এলিনা)

রোহিঙ্গা প্রবেশের ক্ষেত্রে উদারতার সুযোগ নেই : ওবায়দুল কাদের

মিয়ানমারের চলমান সংঘাতে বাংলাদেশে নতুন করে রোহিঙ্গা প্রবেশের উদারতা দেখানোর সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি

বলেন, মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আমাদের যেন কোনো শঙ্কা বা উদ্বেগের কারণ না হয়, সে জন্য সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলছি। বিশেষ করে চীন ও ভারতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছি। বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) রাজধানী ঢাকার বনানীর সেতু ভবনে এসব কথা বলেন তিনি। ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে ডাকা হয়েছে। তারা বলেছেন, সংঘাতে যারা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে তাদের ফেরত নেবেন তারা। তিনি বলেন, তবে এখন আর নতুন করে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এর আগে উদারতা দেখিয়ে সীমান্ত খুলে দেওয়া হয়েছিল। এখন সেই উদারতা দেখানোর সুযোগ নেই। তারা আমাদের জন্য একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওবায়দুল কাদের বলেন, "আন্তর্জাতিক সাহায্য অনেক কমে গেছে। এ বোঝা আমরা আর কতদিন সইবো?" মিয়ানমার ও ভারত সীমান্তে বাংলাদেশের নাগরিক হত্যার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিরোধী রাজনেতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় অভিযোগ করেছেন, বাংলাদেশ এখন ক্রসফায়ারের মুখে। বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে দলের স্থায়ী কমিটি আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন তিনি। গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, একদিকে ভারতের সীমান্তে আমাদের বিজিবি সদস্য ও লোকজন গুলিবিদ্ধ হচ্ছে, অন্যদিকে মিয়ানমার থেকে ছোড়া মর্টার শেলের আঘাতে দুজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। রাখাইন রাজ্য থেকে সেনারা পালিয়ে এসে (আমাদের দেশে) আশ্রয় নিচ্ছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ এখন ক্রসফায়ারের মুখে। মিয়ানমার সীমান্তে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে সীমান্ত সমস্যা সমাধানে সরকার প্রয়োজনীয় ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি ঘুমধুম ও তুমব্রু সীমান্তে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সামরিক জান্তার সশস্ত্র বাহিনী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তীব্র লড়াই, সংঘর্ষ ও গোলাগুলির মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সীমান্তে সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে বুধবার দুপুর পর্যন্ত মিয়ানমারের অন্তত ৩২৭ জন সেনা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। এদিকে, সোমবার মিয়ানমার থেকে ছোড়া মর্টার শেলের আঘাতে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের জলপৈতলী গ্রামে এক বাংলাদেশি নারী ও এক রোহিঙ্গা পুরুষ নিহত হয়েছেন। জাতিগত সংখ্যালঘু রাখাইন আন্দোলনের প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সামরিক শাখা আরাকান আর্মি। তারা মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসন চায়। আরাকান আর্মি সশস্ত্র জাতিগত গোষ্ঠীর একটি জোটের সদস্য। তারা সম্প্রতি মিয়ানমারের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি কৌশলগত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেছে। মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি এবং তা'আং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির সঙ্গে থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স নামে একত্রে কাজ করে আরাকান আর্মি। এই জোট, ২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবর চীন সীমান্তবর্তী উত্তরাঞ্চলীয় শান রাজ্যে একটি সমন্বিত আক্রমণ শুরু করে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের পর থেকে এই অভিযান মিয়ানমারের সামরিক শাসকদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জোটের বরাত দিয়ে অ্যাসোসিয়েট প্রেস (এপি) জানিয়েছে, তারা ২৫০টির বেশি সামরিক চৌকি, পাঁচটি সরকারি সীমান্ত ক্রসিং এবং চীন সীমান্তের কাছে একটি বড় শহরসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে নিয়েছে। ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট মিয়ানমারের সেনাবাহিনী উত্তর রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অভিযান শুরু করে। যা ছিল আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে গুরুতর অপরাধ। তখন সেনাবাহিনী গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। সেনাবাহিনীর নৃশংস অভিযানের ফলে, সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের অন্তত ৭ লাখ ৪০ হাজার সদস্য সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। রাখাইনের পুরোনো নাম আরাকান। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ এলিনা)

বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে শুক্রবার থেকে

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে শুক্রবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সকালে শুরু হবে তাবলিগ জামাতের তিন দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মিলন বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব। বিশ্ব ইজতেমা বিশ্বের মুসলমানদের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ। এই সমাবেশ সুষ্ঠুভাবে করতে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। শুক্রবার 'আম বয়ান'-এর মধ্য দিয়ে ফজরের নামাজের পর ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে এবং রবিবার (১১ ফেব্রুয়ারি) আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে। বাংলাদেশিদের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুলসংখ্যক বিদেশি মুসল্লি ইতিমধ্যেই ইজতেমাস্থলে ভিড় করেছেন। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান, সৌদি আরব, কুয়েতসহ ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে ভক্তরা সভাস্থলে পৌঁছেছেন। এদিকে ইজতেমা স্থান ও সংলগ্ন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এ ছাড়া, এলাকায় সাদা পোশাকের পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা মোতায়েন থাকবে। উল্লেখ্য, তাবলিগ জামাতের দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধের কারণে এবারও বিশ্ব ইজতেমা হচ্ছে আলাদাভাবে। ইজতেমার প্রথম পর্ব একই স্থানে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এ পর্বে অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশের মাওলানা জুবায়েরের অনুসারীরা। দ্বিতীয় পর্বের ইজতেমায় নেতৃত্ব দেবেন ভারতের মাওলানা সাদ কান্ধলভীর অনুসারীরা। তাবলিগ জামাত একটি প্রভাবশালী ইসলামি আন্দোলন। সমগ্র বিশ্বে যা সর্বাধিক বিস্তৃত। ব্রিটিশ ভারতের দিল্লিতে ১৯২০-এর দশকে মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্ধলভী (র.)-এর (১৮৮৫-১৯৪৪) নেতৃত্বে এই আন্দোলনের সূচনা হয়।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ এলিনা)

মিয়ানমার সীমান্তে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী করা হয়েছে : ওবায়দুল কাদের

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের কারণে সৃষ্ট উত্তেজনার মধ্যে সীমান্তে বাংলাদেশ তার অবস্থার শক্তিশালী করেছে। তিনি বলেন, "আমরা সীমান্ত খুলে দেওয়ার পক্ষে নই এবং আমরা কাউকে এই সুযোগ দিতে দেব না। মিয়ানমার সংঘাত নিয়ে বাংলাদেশ তাদের উদ্বেগের কথা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতিসংঘে চিঠি দেবে।" বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানী ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, "যারা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে তারা তাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও সেনাবাহিনীর সদস্য, মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয়েছিল এবং তারা তাদের ফিরিয়ে নেবে এবং অবশ্যই ফিরিয়ে নিতে হবে। তাদের ফিরিয়ে না নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।" ওবায়দুল কাদের বলেন, "আমরা আমাদের সীমান্তে আতঙ্ক জিইয়ে রাখতে পারি না। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে এবং জাতিসংঘে চিঠি দেবে। ভারতের সঙ্গেও মিয়ানমারের সীমান্ত রয়েছে। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এখন ভারতে আছেন। এরই মধ্যে ভারতের সঙ্গে মিয়ানমার সীমান্ত ইস্যুসহ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে।" বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বাংলাদেশের সঙ্গে একযোগে কাজ করার কথা বলায় বিএনপির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, "যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বার্তা দিয়েছেন। ফরাসি প্রেসিডেন্টও একটি বার্তা দিয়েছেন। এখন বিএনপির সব আশা শেষ। তারা ভেবেছিল বিদেশি বন্ধুরা তাদের পাশে দাঁড়াবে। তাদের আশা একেবারেই শেষ হয়ে গেছে।" বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অবস্থান ও অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিএনপি প্রথম ক্ষমতায় থাকাকালে রোহিঙ্গাদের এখানে আসার অনুমতি দিয়েছিল। "তারা কি তাদের অতীত ইতিহাস ভুলে গেছে?" তিনি বলেন, "আমাদের নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যা করেছেন, জাতিসংঘসহ সবাই তার প্রশংসা করেছে।"

এদিকে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলি ও মর্টার শেলের আঘাতে মানুষ নিহত ও আহত হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, মিয়ানমার সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিকরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছেন। বৃহস্পতিবার নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি মিয়ানমারের ছোড়া মর্টার শেলে এক বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যুর জন্য সরকারকে দায়ী করেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, "সীমান্তে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো নারী-পুরুষ নিরাপদ নয়। মর্টার শেলের আঘাতে প্রাণ হারাচ্ছে মানুষ। দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সার্বভৌমত্ব আরও শক্তিশালী করতে আমরা প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা ও কার্যক্রম দেখতে চাই। অন্য দেশের ছোড়া মর্টার শেলের আঘাতে কেন বাংলাদেশি নারীর মৃত্যু হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, "এই ঘটনার উপযুক্ত জবাব কোথায়? জনসমর্থন না থাকায় বর্তমান সরকার একটি দুর্বল শাসন ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। ফলে লিখিত প্রতিবাদও করতে পারছে না।" রুহুল কবির রিজভী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকায় সীমান্তে উত্তেজনা প্রশমনে কিছুই করতে পারছে না। "তারা তাদের (বিদেশি) প্রভুদের ভয় পায়, কিন্তু তারা দেশের জনগণকে সন্ত্রস্ত করার জন্য বন্দুক ব্যবহার করে।" তিনি বলেন, বাংলাদেশের চারপাশের সীমান্ত এলাকায় রক্ত ঝরায় বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও ভূমি এখন অরক্ষিত। তিনি বলেন, "প্রতিবেশী দেশ থেকে দলে দলে মানুষ বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার নীরব। এমনকি বিএসএফের গুলিতে বিজিবির এক সদস্য নিহত হলেও সরকার প্রতিবাদ করার সাহস পায় না।" তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংযম ও শান্তি বজায় রাখার আহ্বান এখন দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। "ফলে আমাদের সীমান্তরক্ষীরা প্রতিদিন পিছু হটছে, যা বাংলাদেশের মানুষকে বিপদে ফেলছে।" রুহুল কবির রিজভী দাবি করেন, জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা ছিল সুরক্ষিত, দেশের মানুষ নিরাপদে ছিল। তিনি বলেন, ৭ জানুয়ারি নির্বাচনের নামে প্রহসনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতা দখল করেছে। যা দেশের ৯৫ শতাংশ জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি বলেন, "কেবল ডামি সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও তার দোসররা ৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু বলেছেন। কিন্তু এটা ছিল শতাব্দীর সবচেয়ে জঘন্যতম উপহাস।" উল্লেখ্য, বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম ও তুমব্রু সীমান্তে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সামরিক জান্তার সশস্ত্র বাহিনী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তীব্র লড়াই, সংঘর্ষ ও গোলাগুলির কারণে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সীমান্তে সংঘাতের আশঙ্কায় বুধবার দুপুর পর্যন্ত মিয়ানমারের তিন শতাধিক সেনা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। এদিকে, সোমবার বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের জলপায়তলী গ্রামের একটি বাড়িতে মিয়ানমারের দিক থেকে ছোড়া মর্টার শেলের আঘাতে এক বাংলাদেশি নারী ও এক রোহিঙ্গা পুরুষ নিহত হয়েছেন।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ এলিনা)

এভারকেয়ার হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর পর বাসায় ফিরেছেন খালেদা জিয়া

বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) রাজধানী ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছেন। মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী হাসপাতালে তাঁর বেশ কিছু পরীক্ষা করা হয়। রাত ১২টার দিকে বাসায় ফিরেছেন তিনি। বিএনপির মিডিয়া সেলের

সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, খালেদা জিয়া সন্ধ্যা ৬টা ৪৮ মিনিটের দিকে গুলশানের বাসা থেকে হাসপাতালে আসেন এবং সেখানে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা অবস্থান করেন। শায়রুল কবির খান বলেন, মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী হাসপাতালে খালেদা জিয়ার বেশ কিছু পরীক্ষা করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, খালেদা জিয়া পরীক্ষা শেষে হাসপাতাল থেকে রাত ১২টার দিকে তাঁর বাসায় পৌঁছান। খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে এর আগে গঠিত মেডিকেল বোর্ড খালেদা জিয়াকে হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছিল। "তিনি (খালেদা জিয়া) হাসপাতালে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মেডিকেল পরীক্ষা করেছেন," বলেন জাহিদ হোসেন। তিনি বলেন, মেডিকেল বোর্ড রিপোর্ট দেখে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এর আগে ২০২৩ সালের ৯ অগাস্ট অসুস্থ হয়ে পড়লে খালেদা জিয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নানা স্বাস্থ্য জটিলতায় পাঁচ মাসেরও বেশি সময় ধরে চিকিৎসা নিয়ে এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে এ বছরের ১১ জানুয়ারি বাসায় ফেরেন তিনি। এরপর থেকে তিনি তাঁর গুলশানের বাসায় মেডিকেল বোর্ডের অধীনে চিকিৎসা নিচ্ছেন। ৭৮ বছর বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে লিভার সিরোসিস, আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুস, হার্ট ও চোখের সমস্যাসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছেন। খালেদা জিয়ার পেট ও বুকে পানি বৃদ্ধি এবং লিভারে রক্তক্ষরণ বন্ধে ২৬ অক্টোবর ট্রান্সজুগার ইন্ট্রাহেপাটিক পোর্টোসিস্টেমিক শন্ট (টিআইপিএস পদ্ধতি) নামে পরিচিত হেপাটিক পদ্ধতি সম্পন্ন করেন যুক্তরাষ্ট্রের তিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ মেডিসিনের চিকিৎসক হামিদ রব, ক্রিস্টোস জর্জিয়াডেস ও জেমস পি এ হ্যামিল্টন ২৫ অক্টোবর বাংলাদেশে এসে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা ও পরীক্ষার রিপোর্ট পর্যালোচনা করে টিআইপিএস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন। ২০২১ সালের নভেম্বরে লিভার সিরোসিস ধরা পড়ার পর থেকেই খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠানোর পরামর্শ দিয়ে আসছেন চিকিৎসকেরা। বিএনপির চেয়ারপারসনের পরিবারও বিভিন্ন সময় সরকারের কাছে অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, দুর্নীতির মামলায় সাজা স্থগিত করে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি পাওয়ায় খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ২০২০ সালে শর্তসাপেক্ষে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে একটি মেডিকেল বোর্ডের অধীনে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন বিএনপি চেয়ারপারসন। জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে পুরান ঢাকার কারাগারে পাঠানো হয়। পরে একই বছর দুর্নীতির আরেকটি মামলায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের মধ্যে গুলশানের বাসায় অবস্থান এবং দেশ ত্যাগ না করার শর্তে সরকার ২০২০ সালের ২৫ মার্চ এক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে খালেদা জিয়াকে সাময়িকভাবে মুক্তি দেয়। এরপর থেকে একাধিকবার জামিনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৯.০২.২০২৪ এলিনা)

ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে গণতন্ত্র অব্যাহত রাখতে ভারত আমাদের পাশে ছিল : হাছান মাহমুদ

ভারত সফররত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, নির্বাচনবিরোধী দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে ভারত বাংলাদেশের পাশে ছিল, পাশে আছে। তিনি বলেন, গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। একে আরও এগিয়ে নিতে দুই দেশ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাবে। বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লিতে বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের এক দশক' শীর্ষক একক বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড. অরবিন্দ গুপ্তের পরিচালনায় ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. মুস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশে ভারতের সাবেক হাইকমিশনার ভিনা সিক্রি প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। হাছান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্কটি রক্তের বন্ধনের। অন্য যেকোনো দেশের সম্পর্কের সঙ্গে কখনোই বাংলাদেশের সম্পর্ককে এক করা যায় না। মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের অবদান বাংলাদেশ সব সময় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। তিনি বলেন, প্রতি বছর প্রায় ১৭ লাখ বাংলাদেশি ভারতীয় ভিসার আবেদন করে। দিন দিন এই সংখ্যা বাড়ছে। এটি দুই দেশের পারস্পরিক সুসম্পর্কের পরিচয়ই বহন করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দুই দেশের সম্পর্কের সোনালি অধ্যায় চলছে উল্লেখ করে হাছান মাহমুদ বলেন, "দুই দেশ বাণিজ্য প্রসার, সন্ত্রাসদমন, জনযোগাযোগ বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, শান্তি, নিরাপত্তাসহ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে একযোগে কাজ করছে। দুই দেশের মানুষের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে এই সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।" বক্তৃতা শেষে হাছান মাহমুদ দুই দেশের জনমানুষের সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত, রাজনীতি, বাণিজ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে সেশনে উপস্থিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, চিন্তাবিদ, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের প্রশ্নের জবাব দেন। এক প্রশ্নের জবাবে হাছান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে। মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চায়, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে চিড় ধরাতে চায়। সেসব অপচেষ্টাকে বর্তমান সরকার সবসময়ই প্রতিহত করে এসেছে। সন্ধ্যায় দিল্লিতে ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অফ সাউথ এশিয়ার সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন হাছান মাহমুদ। ক্লাবের সভাপতি এস ভেঙ্কট নারায়ণ এবং সম্পাদক প্রকাশ নন্দের পরিচালনায় ক্লাব পরিচালনা পর্ষদ ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা হাছান মাহমুদের বক্তৃতার পর

উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তরে অংশ নেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে হাছান মাহমুদ বলেন, "বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চা হয়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এবারও আমাদের দেশে নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন আমাদের দেশে একটি উৎসব। ৭ জানুয়ারি আমাদের দেশে উৎসবের আমেজে নির্বাচন হয়েছে।"

সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নির্বাচনের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন তিনি। হাছান মাহমুদ জানান, ২০২১ সালে পর্তুগালে নির্বাচনে ২৯.৭ শতাংশ ভোট পড়ে। রোমানিয়ার নির্বাচনে ৩১.৮৪ শতাংশ এবং হংকংয়ের নির্বাচনে ৩০ শতাংশ ভোট পড়ে। এ দেশগুলোতে কোনো বিরোধী দল ছিল না। হাছান মাহমুদ বলেন, নির্বাচনের পর বিভিন্ন দেশ আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। গতকাল পর্যন্ত ৫৭টি দেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং নির্বাচিত সরকারকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছে। জাতিসংঘসহ ২০টি আন্তর্জাতিক সংগঠন শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছে। হাছান মাহমুদ বলেন, ভারতের মতো বাংলাদেশেও উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন হয়। কিন্তু, বরাবরই বিএনপি ও জামায়াত একে বাধাগ্রস্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। তারা জনগণকে ভোটদানে নিরুৎসাহিত করে। কিন্তু, বাংলাদেশের জনগণ সেসব অপচেষ্টা রুখে দেয়। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। তিনি বলেন, কয়েক দশকে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। একে আরও এগিয়ে নিতে দুই দেশ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। হাছান মাহমুদ বলেন, পারস্পরিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী বেশ কতগুলো উদ্যোগ নিয়েছেন, যার সুফল পাচ্ছে জনগণ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাদুকরী নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিভিন্ন সূচকে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। সমাজ পরিবর্তনে সাংবাদিকেরা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম এ কথা উল্লেখ করে হাছান মাহমুদ বলেন, বর্তমান সময়ে পৃথিবীজুড়ে সংবাদমাধ্যম বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভুল ও মিথ্যা তথ্য সম্পর্কে সাংবাদিকদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক রক্তের বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, অন্য যেকোনো দেশের সম্পর্কের সঙ্গে কখনোই বাংলাদেশের সম্পর্ককে তুলনা করা যায় না। তবে, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের অগ্রগতি বজায় রাখতে প্রতিবেশী সব রাষ্ট্রের সঙ্গেই সদ্ভাব বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

দুর্বল ব্যাংককে সবল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করার পক্ষে অর্থমন্ত্রী

দুর্বল ব্যাংকে সবল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করা ভালো এবং এর পক্ষে মত দিয়েছেন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। আজ দুপুরে তিনি সাংবাদিকদের কাছে নিজের মতামত তুলে ধরেন। আরো জানাচ্ছেন ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি বাদশা রহমান :

দুর্বল ব্যাংককে সবল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করা ভালো, তাই এটি হতেই পারে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাংলাদেশে আইএমএফের আবাসিক প্রতিনিধি জায়েযন্দু দে ও কানাডিয়ান হাইকমিশনার লিলি নিকলসের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। দুর্বল ব্যাংকের একীভূতকরণের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষণা বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রী বলেন, দুর্বল ব্যাংককে সবল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করা ভালো, এটি হতেই পারে। আইডিয়া আছেই। দু-একটি তো একেবারেই কাজ করতে পারছে না, তাদের তো মার্জ করাই ভালো। যারা স্ট্রং তাদের সঙ্গে করা যেতে পারে। উন্নত অর্থনীতিতে অহরহ একীভূতকরণ হয়। মন্ত্রী বলেন, যেখানে মুক্ত অর্থনীতি আছে সেসব দেশে তো সবসময় একীভূত হয়। একেবারেই কাজ করছে না, তার চেয়ে তো একটি ভালো ব্যাংকের সঙ্গে মার্জ করাই ভালো। এই আইডিয়াকে অবশ্যই দ্রুত বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ চলছে। তবে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে বাংলাদেশের কোনো ব্যাংকের একীভূতকরণের প্রস্তাব আসেনি। প্রস্তাব আসুক, তারপর দেখা যাবে এমনটা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী (স্বকণ্ঠে): আইএমএফ এর যে টার্গেট দিয়েছে ওগুলোতে তো আমরা ভালো করছি। দেখা যাক এখন কি হয়। মার্চ মাসে আসবে তারা আবার দেখবে। এটা তো ওদের চলতেই থাকে। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০৮.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

রমজানকে ঘিরে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা, প্রয়োজনে জরুরি আইন প্রয়োগ : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

আসন্ন রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে চাল, চিনি তেল ও খেজুরে ভ্যাট ও শুল্ক কমিয়েছে সরকার। এরপরেও নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে প্রয়োজন হলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার জরুরি আইন প্রয়োগ করবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। এ সম্পর্কে ঢাকা থেকে প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন আমাদের সংবাদদাতা :

আসন্ন রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে চাল, চিনি, তেল ও খেজুরে ভ্যাট ও শুল্ক কমিয়েছে সরকার। এর মধ্যে খেজুরে আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ, চালে রেগুলেটরি ডিউটি ২০ শতাংশ, তেলে মূসক ৫ শতাংশ ও চিনিতে শুল্ক প্রত্যাহার করেছে রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আজ বৃহস্পতিবার পৃথক চার প্রজ্ঞাপনে এনবিআর জানিয়েছে,এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে। আগামী ৩০ মার্চ পর্যন্ত খেজুরের,১৫ এপ্রিল পর্যন্ত ভোজ্যতেলে, ৩১ মার্চ পর্যন্ত চিনিতে ও ১৫ মে পর্যন্ত চালে এই সুবিধা বলবৎ থাকবে। গত ৩০ জানুয়ারি চাল, ভোজ্যতেল, চিনি ও খেজুর-এ চার নিত্যপণ্যের ওপর শুল্ক কমানোর নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া এই চার পণ্যে শুল্ক কমাতে

এনবিআরকে চিঠি দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। নতুন প্রজ্ঞাপনে পরিশোধিত-অপরিশোধিত প্রতিটন চিনিতে আমদানিতে শুল্ক দেড় হাজার টাকা থেকে কমিয়ে এক হাজার টাকা করা হয়েছে। এর বাইরে অপরিশোধিত চিনি আমদানিতে ১৫ শতাংশ ভ্যাট, ২ শতাংশ অগ্রিম আয়কর (এআইটি), ৩ শতাংশ অগ্রিম কর (এটি) এবং ৩০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক (আরডি) রয়েছে। আর পরিশোধিত চিনিতে বর্তমানে ভ্যাট ১৫ শতাংশ, এআইটি ৫ শতাংশ, এটি ৫ শতাংশ এবং আরডি রয়েছে ৩০ শতাংশ। এসবের পরেও নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে, প্রয়োজন হলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার জরুরি আইন প্রয়োগ করবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি (স্বকণ্ঠে): দ্রব্যমূল্যকে একটা যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার জন্য, ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য এবং তারই একটা এফোর্ড হিসেবে এই ট্যাক্সটা কমিয়ে নিয়ে আসা হলো। প্রয়োজনে জরুরি আইনে যারা আমাদের এই নির্দেশনা ভায়োলেশন করে মানুষের পণ্যের সরবরাহে কোনরকম প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে, আসন্ন রমজানে ঐক্যবদ্ধভাবে যাতে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সে বিষয়ে কাজ করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন, কৃষিমন্ত্রী উপাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুস শহীদ (স্বকণ্ঠে): আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে যাতে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এই রমজান মাসে যেন আমরা সুন্দরভাবে সিয়াম সাধনা করতে পারি সেজন্য আমাদেরকে সহযোগিতা করেন। বৃহস্পতিবার সকালে, গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি এর বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালায় যোগ দিয়ে, সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের তিনি এসব কথা বলেন।
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০৮.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের জনগণ সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন

পাকিস্তানের ভোটাররা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে বৃহস্পতিবার একটি সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন। সংসদের ৩৩৬টি আসনে ৫ হাজারের বেশি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বিরোধী দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের নেতৃত্ব দেয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান দুর্নীতি এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ফাঁস করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন নি। ক্ষমতাসীন পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজ দলের প্রধান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে রাজনীতিতে শক্তিশালী প্রভাব বজায় রাখা সামরিক বাহিনীর সাথে সুসম্পর্ক তিনি উপভোগ করেন এবং ক্ষমতা তিনি আবারও ফিরে পেতে পারেন। নির্বাচন সহিংসতায় কলঙ্কিত হয়েছে। বুধবার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ বেলুচিস্তানে দুই প্রার্থীর কার্যালয়ের কাছে দুটি বিস্ফোরণ ঘটায় ২৪ ব্যক্তি এতে নিহত হন। ভোটে হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরণ ঘটানো হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

মামলার তদন্ত ও বিচারে সময় পার করার নেপথ্যে কী?

আলোচিত সগিরা মোর্শেদ হত্যার বিচার পেতে ৩৫ বছরের অপেক্ষা আরো বাড়লো। বৃহস্পতিবার রায়ের কথা থাকলেও বিশেষ দায়রা জজ মোহাম্মদ আলী হেসাইন ২০ ফেব্রুয়ারি নতুন তারিখ দিয়েছেন। বাদীর আইনজীবী ফারুক আহমেদ জানান, "রায় প্রস্তুত না হওয়ায় বিচারক সময় নিয়েছেন। আমরা ৩৫ বছর অপেক্ষা করেছি। আরো কয়েকটা দিন না হয় অপেক্ষা করব।" এমন আরো অনেক মামলার বিচার পেতে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়। এর কারণ কী?
১৯৮৯ সালের ২৫ জুলাই ভিকারুননিসা নূন স্কুল থেকে মেয়েকে রিকশা যোগে আনতে গিয়ে অজ্ঞাত ঘাতকদের গুলিতে নিহত হন তিনি। তারপর দীর্ঘ সময় এই মামলার তদন্ত চলে ভিন্ন পথে। তদন্তকারীরা ধারণা করেছিলেন তিনি মটরসাইকেলে আসা ছিনতাইকারীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন। পুলিশ ওই মামলায় মন্টু ও মারুফ রেজা নামে দুইজনকে শনাক্ত করে। আবাসন ব্যবসায়ী মারুফ রেজা তখনকার এরশাদ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর জেনারেল (অব.) মাহমুদুল হাসানের ভাগ্নে হওয়ায় তাকে বাদ দিয়ে চার্জশিট দেয়া হয়। আদলতে মামলার সাক্ষ্য চলাকালে মারুফ রেজার নাম আসায় অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়। আর সেই আদেশ নিয়ে আইনি লড়াই শেষে ২০১৯ সালের জুন মাসে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে(পিবিআই) তদন্তের দায়িত্ব দেয় হাইকোর্ট। পিবিআই ঘটনার দিন সগিরা মোর্শেদকে বহনকারী সেই রিকশাচালককে ৩০ বছর পর খুঁজে বের করে হত্যাকাণ্ডের জট খোলে। ২০২০ সালের ১৬ জানুয়ারি তারা আদালতে চার্জশিট দেয়। জানা যায়, নিজ পরিবারের কয়েকজন তাকে ভাড়াটে খুনি দিয়ে হত্যা করিয়েছে। এই মামলার আসামিরা হলেন-সগিরা মোর্শেদের ভাসুর ডা. হাসান আলী চৌধুরী, জা সায়েদাতুল মাহমুদা ওরফে শাহিন, শ্যালক আনাছ মাহমুদ রেজওয়ান, মারুফ রেজা ও মন্টু । স্ত্রীর কথায় প্ররোচিত হয়ে ছোট ভাইয়ের বউকে শায়েস্তা করার জন্য ২৫ হাজার টাকায় সে সময় বেইলি রোড এলাকার 'সন্ত্রাসী' মারুফ রেজাকে ভাড়া করেছিলেন ডা. হাসান। মারুফকে সহযোগিতার জন্য স্ত্রীর ভাই রেজওয়ানকে তিনি দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সগিরা মোর্শেদ হত্যার বিচার পেতে ৩৫ বছরে অপেক্ষা। এরমধ্যে তদন্তেই কেটেছে ৩১ বছর। সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি। তিনবার তদন্ত সংস্থা বদলের পর একযুগ ধরে মামলাটির তদন্ত করছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন(র‍্যাব) আদালতের নির্দেশে। এ পর্যন্ত ১০৭ বার সময় নিয়েও তারা কোনো তদন্ত

অগ্রগতি রিপোর্ট দিতে পারেনি। চিহ্নিত করতে পারেনি হত্যাকারীদের। বিচার তো অনেক দূরে একযুগে তদন্তই শেষ হয়নি। আইনমন্ত্রী বলেছেন, এই মামলা তদন্তে ৫০ বছর সময় লাগলেও তা দিতে হবে। আইনমন্ত্রীর কথার জবাবে সাগরের মা সালেহা মুনির বলেছেন, "৫০ বছর পর আমরা কেউই থাকব না। যারা হত্যা করেছে তারাও থাকবে না। তাহলে কার বিচার করা হবে? কার জন্য বিচার করা হবে?"

২০০০ সালের ১ জুলাই ঢাকার পশ্চিম হাজীপাড়ার বাসায় খুন হয়েছিলেন সিটি কলেজের অনার্সের ছাত্রী রুশদানিয়া ইসলাম বুশরা। ওই মামলায় ২০২২ সালের ১৯ ডিসেম্বর পুলিশ চার্জশিট দেয়। ২০০৩ সালের ৩০ জুন মামলার রায়ে বুশরার সৎ ভাই কাদের, শ্যালক শওকত ও কবিরকে মৃত্যুদণ্ড এবং কাদেরের স্ত্রী রুনুকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। কিন্তু আপীলে ২০১৬ সালের ১৬ নভেম্বর হাইকোর্ট থেকে আসামীরা সবাই খালাস পান। এর প্রতিক্রিয়ায় বুশরার মা লায়লা ইসলাম তখন বলেছিলেন,"এখন মনে হয়, বুশরা বলতে কেউ জন্মগ্রহণই করেনি। বুশরা নামে কেউ ছিল না, কেউ খুনও হয়নি।" শুধু এই তিনটি ঘটনা নয় হত্যাকাণ্ডের মত ফৌজদারি অনেক মামলাই তদন্তের নামে বছরের পর বছর ঝুলে থাকে। আর তদন্ত শেষে দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার পর দেখা যায় অধিকাংশ মামলায়ই আসামিরা খালাস পেয়ে যান।

কক্সবারের চকরিয়া উপজেলার বিএস চর বেতুয়া গ্রামে শিশু রিপা মনিকে হত্যা করা হয় ২০০১ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি। ওই মামলায় দ্রুতই চার্জশিট দেয়া হলেও গত ২১ বছর ধরে চলছে তদন্তের বৈধতা নিয়ে লড়াই চলছে আদালতে। এখন ওই লড়াই চলে গেছে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে। আর এই লড়ায়ের কারণে মামলাটির বিচার শুরু হচেছ না। মামলার তদন্ত, বিচার, সময়ক্ষেপণ এবং দুর্বল তদন্ত নিয়ে তদন্তকারী, সাবেক বিচারক, আইনজীবী ও অপরাধ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলে জানাগেছে এখানে সাধারণ কিছু কারণ আছে। আর তা হলো তদন্তকারীদের অদক্ষতা, তদন্তে মনোযোগ দিতে না পারা এবং বিচারকের সংকট। তবে এর বাইরে সরকারের প্রভাব, অর্থের প্রভাব , দুর্নীতি এবং আইনের নানা প্যাঁচ। শেষের সব কারণগুলোই ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালীরা ব্যবহার করতে পারে। তাদের লক্ষ্য থাকে মামলা তদন্ত পর্যায়েই শেষ করে দেয়ার। সেটা না পারলে তদন্ত দীর্ঘায়িত করা। তদন্ত দীর্ঘায়িত হলে মামলা দুর্বল হয়ে যায়। আলমত নষ্ট হয়ে যায়, সাক্ষী পাওয়া যায়না। ফলে বাদী বিচারে তার পক্ষে রায় পাননা। আসামিরা ছাড়া পেয়ে যায়। আবার সেটা না পারলে দুর্বল চর্জশিট দাখিল করানো হয়। তাতেও আসামি সুবিধা পায়। প্রতিবেদনে যে চারটি মামলার কথা বলা হয়েছে তাতে ওই কারণগুলোর প্রভাব স্পষ্ট। সাংবাদিক সাগর সরওয়ারের মা সালেহা মুনির মনে করেন, "এই সরকার সাগর-রুনি হত্যার তদন্ত চায় না বলেই হত্যাকারীরা চিহ্নিত হচ্ছে না। মামলা তদন্তও শেষ হচেছ না।" তাই তিনি মনে করেন তদন্ত সংস্থা পরিবর্তন করেও কোনো লাভ হবে না। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলাসহ অনেক জটিল মামলার তদন্তকারী সিআইডির সাবেক ডিআইজি আব্দুল কাহার আকন্দ বলেন, "তদন্ত যত দেরি হবে বিচার পাওয়াও তত কঠিন হবে। কারণ তদন্তে দেরি হলে আলামত, সাক্ষ্য প্রমাণ নষ্ট হয়ে যায়। সাক্ষীরাও আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।" তার কথা, "সিআইডি এবং যারা বিশেষভাবে তদন্তে নিয়োজিত তারা যত গভীরভাবে কাজ করেন থানা পুলিশ সেভাবে করেনা। একজন সাব ইন্সপেক্টর তদন্ত করেন ওসি সাহেব দেখে দেন। কিন্তু তদন্ত করে যদি সঠিকভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ না করা হয়। তারপর সেটা ঠিকভাবে আদালতে উপস্থাপন না করা হয় তাহলে বিচারে গিয়ে ফল পাওয়া যায় না। ফলে অনেক মামলায় শেষ পর্যন্ত শাস্তি হয়না। রুশদানিয়া ইসলাম বুশরা হত্যায় সব আসামির খালাস পাওয়ার কারণ দুর্বল তদন্ত হতে পারে।" তার কথা, "অদক্ষতা তো আছেই তার সঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত না করার বিষয়ও থাকে। আধুনিক তদন্তের সব সুবিধা সিআইডিতে আছে। থানা পুলিশ চাইলে তার সহায়তা নিতে পারে । তবে খুব একটা নিতে দেখিনি।"

বাংলাদেশে ফৌজদারি মামলায় সর্বোচ্চ ১৫ ভাগে আসামিদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করা যায় এবং শাস্তি হয়। আর সর্বোচ্চ আদালতসহ সব আদালত মিলে ৪০ লাখ মামলা বিচারের অপেক্ষায় আছে। নতুন কোনো মামলা বিচারের জন্য না গেলেও যে বিচারক আছেন তাদের এই মামলা নিস্পত্তি করতে ১৬ বছর লাগবে। দেশের নিম্ন আদালতে ২০ বছর ধরে ঝুলে আছে এমন মামলার সংখ্যা ২০২২ সালে ছিলো ছয় হাজার ৬৮১টি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও অপরাধ বিজ্ঞানের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রজমান কার্জন বলেন, "আদালতের পিপিরা রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ পান। তাদের বড় একটি অংশ অদক্ষ এবং দুর্নীতিপরায়ণ। আর তদন্তকারীরাও অদক্ষতার পাশাপাশি দুর্নীতিগ্রস্ত। অনেক সময়ই এই দুই পক্ষ মিলে অর্থের বিনিময়ে মামলা দুর্বল করে দেয়। অথবা ঝুলিয়ে রাখে। আর আইনজীবীরা প্রভাবশালীদের পক্ষ নিয়ে আইনের নানা ফাঁক খুজে তদন্ত আটকে দেয়, দীঘায়িত করে। আবার তারা বিচারও দীর্ঘায়িত করে। মামলা নিয়ে তখন বাদীকে বিভিন্ন আদালতে ঘুরতে হয়।" তার কথা,"পুলিশে যারা তদন্ত করেন তাদের এর বাইরেও অনেক কাজ করতে হয়। সে কারণেও তদন্ত দীর্ঘদিন ধরে চলে। আইনে মামলার তদন্ত শেষ করার জন্য সময় নির্ধারিত থাকলেও তা মানা হয়না। আর বিচারকের সংখ্যা কম বলে মামলা জট লেগে যায়।"

সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী জেড আই খান পান্না কয়েকটি মামলার উদাহরণ দিয়ে বলেন,"অদক্ষতা, তদন্তে ত্রুটি তো আছে। কিন্তু সাগর-রুনি, কল্পনা চাকমা, রেইনট্রি হোটেলে ধর্ষণ, যশোরের শামসুর রহমান, উদীচীর মামলার ব্যাপারে আপনি কী বলবেন? সেগুলোর কী অবস্থা হয়েছে। এখানে সরকারের কোনো ভূমিকা নাই। ওগুলোর বিচার হবে কবে?" আর সাবেক জেলা জজ ড. শাহজাহান সাজু বলেন, "সরকার হচ্ছে এমন এতটা শক্তি, এটা হলো দৈত্য

দানবের মতো। তারা যা চায় তাই করিয়ে নিতে পারে। ফলে কোনো মামলা সরকার যদি মনে করে প্রভাবিত করতে পারে। আর বিচারক, তদন্তকারী এদের সংকট তো আছেই। দেশে এখন ১০ হাজার বিচারক প্রয়োজন।" তিনি বলেন, "ক্ষমতা অর্থ সব কিছু দিয়ে তদন্ত প্রভাবিত করা যায়। দেশে তো কোনো ক্ষমতাশালীর বিচার হতে দেখিনি। আর গরিবে গরিবে মামলা হলে পুলিশের মেজাজ মর্জির ওপর তদন্ত নির্ভর করে।" তার কথা, "মামলার তদন্ত দীর্ঘায়িত করতে পারলে মামলা দুর্বল করা যায়। এই কাজে আইনজীবীরাও সহায়তা করে। আর কিছু মিথ্যা মামলাও আছে যেগুলো জমিজমার কারণে হয়।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:০৮.০২.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

বাংলাদেশে ভারত বিরোধী শক্তি রয়েছে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশে ভারত বিরোধী শক্তি রয়েছে। নির্বাচনের সময় এবং মাঝেমধ্যে তারা ভারত বিরোধী সেন্টিমেন্ট তৈরির চেষ্টা করে। তবে এই শক্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ হাছান মাহমুদ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভারতের নয়া দিল্লিতে প্রেস ব্রিফিংয়ে দক্ষিণ এশিয়ার সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন। তিস্তার পানি বন্টন নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন কিছুদিনের মধ্যেই ভারতের জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনের পরেই তিস্তা ইস্যু নিয়ে অগ্রগতি হবে বলে জয়শঙ্করের সাথে আলোচনা হয়েছে।
(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ০৮.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

বাংলাদেশের মানুষের জীবন এবং ভূমি এখন অরক্ষিত: রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী বলেছেন বাংলাদেশের মানুষের জীবন এবং ভূমি এখন অরক্ষিত। পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে দলে দলে লোক এবং অস্ত্র বাংলাদেশেও অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে। আর বাংলাদেশ সরকারের অনুসন্ধিপ্রসূত নীরবতা দেশের মানুষকে নতজানু করার এক গভীর চক্রান্ত। বৃহস্পতিবার রাজধানীর নয়া পল্টনে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন রুহুল কবীর রিজভী।
(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ০৮.৯২.২০২৪ রুবাইয়া)

নারায়ণগঞ্জের একটি গার্মেন্টস ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করার সময় গ্যাসের লাইনের আগুনে ১৪ জন দগ্ধ

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একটি গার্মেন্টস ওয়েল্ডিং এর কাজ করার সময় গ্যাসের পাইপের গোলযোগ থেকে লাগা আগুনে অন্তত ১৪ জন দগ্ধ হয়েছেন। তাদেরকে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে ফতুল্লা কাশিপুর হাটখোলা ক্রনি এপারেলসে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
(রেডিও টুডে : ২১৪৫ ঘ. ০৮.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

ব্যাটারি চালিত অটোরিকশাকে বাংলার টেসলা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সাকে বাংলার টেসলা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। বৃহস্পতিবার সংসদে নারায়ণগঞ্জের সংসদ সদস্য শামীম ওসমান সম্পূরক প্রশ্নে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা বন্ধের দাবি জানালে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী এগুলোকে আরো উৎসাহিত করার কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশে যত গণপরিবহন আছে সেগুলোকে দ্রুততার মধ্যে বিদ্যুতে নিয়ে আসা উচিত। তিনি বলেন তেল চালিত বাহনে যে দূরত্ব যেতে ১০০ টাকা লাগে বিদ্যুৎ চালিত যানে সে দূরত্ব যেতে লাগবে মাত্র ২০ টাকা। এতে খরচ কম পরিবেশবান্ধব।
(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ০৮.৯২.২০২৪ রুবাইয়া)

চট্টগ্রামের রিয়াজউদ্দিন বাজারে তিন পুলের মাথায় একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে

চট্টগ্রামের রিয়াজউদ্দিন বাজারের তিন পুলের মাথায় একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৭ টি ইউনিট। বৃহস্পতিবার রাত ৯ টার দিকে এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে আগুনের সূত্রপাত এবং ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানা যায়নি। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ০৮.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

টেকনাফ ও সেন্টমার্টিন দ্বীপের মধ্যে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল স্থগিত

মিয়ানমার সীমান্তে চলমান উত্তেজনার কারণে টেকনাফ ও সেন্টমার্টিনস দ্বীপের মধ্যে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল স্থাগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে কক্সবাজার ও টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিনে ভ্রমণ করা যাবে না। বুধবার রাতে গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আদনান চৌধুরী। তিনি জানান নিরাপত্তার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন। তবে চট্টগ্রাম থেকে যে দুটি জাহাজ সরাসরি সেন্টমার্টিন আসে সেগুলো চলাচল স্বাভাবিক থাকবে বলে জানান তিনি।
(রেডিও টুডে-১৩৪৫ ঘ.০৮.০২.২০২৪ আসাদ)

কক্সবাজারের উখিয়ার সীমান্তের ওপারে আবারো গোলাগুলির শব্দ, সীমান্তে আতঙ্ক

কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের রহমতের বিল সীমান্তের ওপারে রাতে আবারো গোলাগুলির শব্দ শোনা গেছে। বুধবার দিবাগত রাত এগারোটার থেকে ২ টার মধ্যে এই গোলাগুলি হয়। তখন কয়েকটি মর্টার সেলের আওয়াজ ও ভেসে আসে। এতে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। তবে নাইখংছড়ির তম্বু সীমান্ত ছিল শান্ত। গত শুক্রবার রাত থেকে নাইখংছড়ি সীমান্তের ওপারে থেকে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সঙ্গে

মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সংঘর্ষ শুরু হয়। মিয়ানমার থেকে ছোড়া মর্টারসেলের আঘাতে সোমবার ঘুমধুম ইউনিয়নের জলপাইতলী গ্রামে দুজন নিহত হয়। (রেডিও টুডে-১৩৪৫ ঘ.০৮.০২.২০২৪ আসাদ)

আইএম এফ থেকে সময় মত ঋণের তৃতীয় কিস্তি পাওয়া যাবে : অর্থমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আই এম এফ এর শর্ত পূরণের পরীক্ষায় পাস করেছে বাংলাদেশ। তাই সময় মতো ঋণের তৃতীয় কিস্তি পাওয়া যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। আই এম এফ এর আবাসিক প্রতিনিধি জয়েন্দু দে'র সাথে বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে বৈঠক শেষে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। অর্থমন্ত্রী বলেন রিজার্ভ ও রাজস্ব আদায়ের শর্ত পূরণের ক্ষেত্রে ভালোর দিকে আছে বাংলাদেশ। পরে ঢাকায় নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার লিলি নিকোলাসের সাথে বৈঠক করেছেন অর্থমন্ত্রী। এ বিষয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন কানাডার কাছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ চায়। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ.০৮.০২.২০২৪ আসাদ)

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে মা-মেয়েকে ধর্ষণের ঘটনার এজাহাভূক্ত আসামি হারুনক গ্রেফতার

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে মা-মেয়েকে সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ষণের মামলায় মামলার এজাহারভুক্ত আসামি হারুনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকার গাবতলী থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত হারুন সুবর্ণচর উপজেলার চর ওয়াপদা ইউনিয়নের বশির আহমেদের ছেলে। এর আগে সোমবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে চর ওয়াপদা ইউনিয়নের চর কাজী মোখলেসের গ্রামের একটি বাড়িতে গৃহবধূ ও তার মেয়েকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। এ সময় ঘর থেকে দুটি নাকফুল, কানের দুল এবং ১৭ হাজার টাকা দুর্বৃত্তরা লুট করে নিয়ে যায় বলে জানা গেছে।
(রেডিও টুডে-১৩৪৫ ঘ.০৮.০২.২০২৪ আসাদ)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের ঘটনার অন্যতম আসামি ও আরো দুজন গ্রেফতার

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণের মামলার অন্যতম আসামি মামুনুর রশিদ ওরফে মামুন সহ দুজনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। পূর্ব পরিচিত এই মামুনের কথাতেই ক্যাম্পাসে গিয়েছিলেন ভুক্তভোগী নারী ও তার স্বামী। তখন ওই নারীকে যে দুজন ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ তাদের একজন এই মামুন। বুধবার রাতে ঢাকার ফার্মগেট ও নওগাঁয় অভিযান চালিয়ে মামুন এবং গৃহবধূকে ধর্ষণের সহায়তাকারী মুরাদ হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে র‍্যাব জানিয়েছে। এর আগে ঘটনার রাতেই ধর্ষণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান ও তার তিন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ.;০৭.০২.২০২৪ আসাদ)

সগিরা মোর্শেদ হত্যা মামলার রায় আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করা হবে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী সগিরা মোর্শেদ হত্যা মামলার রায় পিছিয়েছে। আগামী ২০ শে ফেব্রুয়ারি এই মামলার রায় ঘোষণা করা হবে। ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৩ এর বিচারক মোঃ আলী হোসাইন এই রায় ঘোষণা করবেন। বহুল আলোচিত এই মামলার যুক্তি তর্ক শুনানি শেষ হয় গত ২৫শে জানুয়ারি। সেদিন আদালত রায় ঘোষণার জন্য আজ বৃহস্পতিবার দিন ধার্য করেন। মামলার অভিযুক্ত চার আসামি হলেন সগীরার ভাসুর চিকিৎসক হাসান আলী চৌধুরী. তার স্ত্রী সায়েদাত উল্লাহ মাহমুদা শাহিন, শাহিনের ভাই আনাস মাহমুদ রেজওয়ান এবং মারুফ রেজা। মামলার কাগজপত্রে তথ্য অনুযায়ী ১৯৮৯ সালের ২৫ শে জুলাই সগিরা মোর্শেদ সালাম ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল থেকে মেয়েকে আনতে যাওয়ার পথে ছিনতাইকারীর কবলে পড়েন। এক পর্যায়ে দৌড় দিলে তাকে গুলি করা হয়। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে সগিরা মোর্শেদ মারা যান। সেদিনই রমনা থানায় অজ্ঞানামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করেন নিহত নারীর স্বামী সালাম চৌধুরী। এই মামলায় ২০২০ সালের ১৬ই জানুয়ারি আদালতে অভিযোগ পত্র জমা দেয় পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই। অভিযোগ পত্রে বলা হয় মূলত পারিবারিক দ্বন্দ্ব থেকে হত্যার পরিকল্পনা করেন আসামিরা। পরিকল্পনা মাফিক তা বাস্তবায়নের জন্য ভাড়াটে সন্ত্রাসী নিয়োগ দেওয়া হয়।
(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০৭.০২.২০২৪ আসাদ)

টেকনাফের উলুবুনিয়া সীমান্ত দিয়ে বিজিবির আরো দুই সদস্য বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে

বৃহস্পতিবার সকালে কক্সবাজারের টেকনাফের উলুবুনিয়া সীমান্ত দিয়ে বিজিবির আরও ২ সদস্য বাংলাদেশে নতুন করে অনুপ্রবেশ করেছেন। পরে তাদের হেফাজতে নিয়েছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি। এ নিয়ে মোট ৩০০ জন বিজিবি হেফাজতে রয়েছেন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৮.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের নদীপথেই ফেরত পাঠানো হবে : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা দেশটির সীমান্তরক্ষী সদস্যদের নদীপথে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলি সাবরিন। বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিং এ তিনি এই তথ্য জানান। তিনি বলেন নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে মিয়ানমারের সেনাদের গভীর সমুদ্র দিয়ে ফেরত পাঠানো হবে। জাহাজ পাঠাচ্ছে দেশটি দ্রুতই জাহাজটির রুট চূড়ান্ত হবে বলে জানিয়েছেন সেহেলি সাবরিন।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৮.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

বিএনপি প্রথম রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে পালিয়ে আসার সুযোগ করে দেয় : সেতুমন্ত্রী

বিএনপি প্রথম রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে পালিয়ে আসার সুযোগ করে দেয় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। বৃহস্পতিবার বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন মিয়ানমার সীমান্তে শক্ত অবস্থানে আছে বাংলাদেশ সীমান্ত উদার ভাবে খুলে দেয়ার সুযোগ নেই দেশটি থেকে যারা এসেছে তাদের ফিরিয়ে নিতেই হবে। ওবায়দুল কাদের বলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সীমান্তের উদ্বেগের বিষয় জাতিসংঘ কে জানানো হবে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৮.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

টাঙ্গাইল শাড়ি ভারত নিজেদের দাবি করে নেয়া বিষয়টি খুব ছোট ইস্যু : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

টাঙ্গাইল শাড়ি ভারত নিজেদের দাবি করে ভৌগলিক নির্দেশক জিআই করে নেয়া বিষয়টিকে খুব ছোট ইস্যু বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন বর্ডার কিংবা মেরিটাইম স্ট্রুর সামনে এটি কিছুই নয়। টাঙ্গাইল শাড়ি নিয়ে বিতর্কের সমাধানও হয়ে যাবে। বৃহস্পতিবার ভারতের নয়াদিল্লির বিবেকানন্দ ফাউন্ডেশনে সুশীল সমাজের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেয়ার সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাছান মাহমুদ এসব কথা বলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ অস্থিতিশীলতা তৈরীর জন্য সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চালায়। তবে সন্ত্রাসীদের দমন ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৮.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

মাদক ব্যবসার আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে : র‍্যাব

মাদক ব্যবসার আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছেন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান র‍্যাব। শুধু ধর্ষক মামুন নয় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এমন আরও অনেকেই অপকর্মের ঘটনা ঘটিয়েছে বলে তথ্য পেয়েছে র‍্যাব। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর কাওরান বাজারে র‍্যাব মিডিয়া সেন্টার সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাবের গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মইন এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন ধর্ষণকাণ্ডের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দায় এড়াতে পারে না। গত শনিবার রাতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মোশারফ হলে স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে কৌশলে বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর স্বামী ছয়জনকে আসামি করে আশুলিয়া থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। এতে উত্তাল হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৮.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় কোন ধরনের গুজব ছড়ালে সেটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

২০২৩-২৪ এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় কোন ধরনের গুজব ছড়ালে সেটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্ত লাল সেন। বৃহস্পতিবার সকালে শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে এই হুশিয়ারি দেন তিনি। স্বাস্থ্য মন্ত্রী জানান মান নিশ্চিত না করে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ নতুন করে খোলার পক্ষে তিনি নন। মন্ত্রী বলেন মেডিকেল চিকিৎসায় কোয়ান্টিটি নয় কোয়ালিটি নিশ্চিতে কাজ করতে চায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৮.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

রোজার আগেই ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট ভেঙে দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কৃষি মন্ত্রী

রোজার আগেই ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট ভেঙে দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ডক্টর মোঃ আব্দুস শহীদ। বৃহস্পতিবার দুপুরে গাজীপুরের বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালায় অংশ নিয়ে তিনি এই তথ্য জানান। এছাড়া ব্যবসায়ীদের প্রতি রমজান মাসকে সামনে রেখে অবৈধ মজুদ কিংবা হারাম ব্যবসার না করারও অনুরোধ জানিয়েছেন কৃষি মন্ত্রী। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৮.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিএনপির চেয়ারপারসনকে এভার কেয়ার হাসপাতালে নেয়া হয়েছে

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিএনপি'র চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে ঢাকার এভার কেয়ার হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। বিএনপি চেয়ারপারসনের মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবীর খান সংবাদ মাধ্যমকে বলেন খালেদা জিয়া আজ বিকেল সোয়া পাঁচটার হাসপাতালের উদ্দেশ্যে তার গুলশানের বাসা থেকে বের হন। চেকআপ শেষে আজই তিনি বাসায় ফিরবেন কিনা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এর আগে পাঁচ মাসের বেশি সময় এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে চলতি বছরের ১১ই জানুয়ারি বাসায় ফেরেন খালেদা জিয়া। গতবছরের ৯ই আগস্ট হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে খালেদা জিয়াকে এভার কেয়ার হাসপাতাল ভর্তি করা হয়। এরপর থেকে সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৮.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

চলতি শিক্ষা বর্ষের ছুটির তালিকা শিক্ষাপঞ্জে আংশিক সংশোধন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

চলতি শিক্ষাবর্ষের ছুটির তালিকা শিক্ষাপঞ্জে আংশিক সংশোধন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আগামী ১৫ ই রমজান পর্যন্ত মাধ্যমিক ও ১০ রমজান পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু থাকবে। বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মোঃ আবুল খায়ের স্বাক্ষরিতা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। নতুন শিক্ষাপঞ্জ অনুসারে আগামী ১১ থেকে ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত মোট ১৫ দিন সরকারি বেসরকারি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণী

কার্যক্রম চালু থাকবে। অন্যদিকে শিখন ঘাটতি পূরণে রমজান মাসের প্রথম ১০ দিন খোলা থাকবে প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান তুহিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৮.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

রমজানে নিত্য পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে চাল চিনি তেল ও খেজুরে ভ্যাট ও শুল্ক কমিয়েছে সরকার

রমজানে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে চাল চিনি তেল ও খেজুরে ভ্যাট ও শুল্ক কমিয়েছে সরকার। এই চার পণ্যের শুল্ক কর ছাড় দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর। বৃহস্পতিবার সংস্থাটির চেয়ারম্যান আবু হেনা মোহাম্মদ রহমাতুল মনিমের সই করা পৃথক চারটি আদেশে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৮.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

জাগো এফএম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মোজাম্বিকের প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মোজাম্বিকের প্রেসিডেন্ট ফিলিপে জ্যাকিন্টো নিউসি। শেখ হাসিনাকে পাঠানো এক অভিনন্দনপত্রে জ্যাকিন্টো নিউসি লিখেছেন, '৭ জানুয়ারি ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পুনরায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য আমি মোজাম্বিক প্রজাতন্ত্রের জনগণ, সরকার ও আমার নিজের পক্ষ থেকে আপনাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে চাই।' তিনি আরো বলেন, 'আমি নিশ্চিত যে আপনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের মেহনতি জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং সবার অগ্রগতি ও কল্যাণের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে মনোযোগী হবে।' তিনি বলেন, 'আমি আমাদের দুই দেশ এবং জনগণের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতার সম্পর্কের ওপর জোর দিতে এই সুযোগটি কাজে লাগাচ্ছি এবং দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিকভাবে এই সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমার প্রস্তুত থাকার কথা পুনর্ব্যক্ত করছি।' শেখ হাসিনার মহৎ দায়িত্ব পালনে ফিলিপে জ্যাকিন্টো নিউসি তার সর্বোচ্চ সহযোগিতা এবং সম্মান জানানোর আশ্বাসের পাশাপাশি সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ প্রতীক)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মাল্টার প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মাল্টার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট আবেলা। শেখ হাসিনার কাছে পাঠানো এক অভিনন্দনপত্রে মাল্টার প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'নির্বাচনে জয়লাভ এবং পঞ্চমবারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হওয়ায় আমি আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে চাই।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের ইতিহাসে দীর্ঘতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনার অবিশ্বাস্য রেকর্ড এবং বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদি নারী সরকার প্রধান হওয়ার জন্য আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই।' তিনি বলেন, 'আপনার সাফল্য বাংলাদেশ আপনার নেতৃত্বে যে অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং সেই সঙ্গে অনেকের কাছে আপনি যে সম্মান পেয়েছেন তার প্রতিফলন।' অভিনন্দনপত্রে বলা হয়, 'এত দিন ধরে মাল্টা প্রজাতন্ত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ পারস্পরিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে দীর্ঘস্থায়ী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উপভোগ করেছে।' রবার্ট আবেলা বলেন, 'আমি নিশ্চিত যে এ সম্পর্ক আপনার ঐতিহাসিক মেয়াদে আমাদের উভয় জনগণের স্বার্থে উন্নতি লাভ করবে।' তিনি তার সুস্বাস্থ্য এবং আরো সাফল্য কামনা করে অভিনন্দনপত্র শেষ করেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ প্রতীক)

অভিনেতা আহমেদ রেজা রুবেলের মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রীর শোক

অভিনেতা আহমেদ রেজা রুবেলের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার রাতে এক শোক বার্তায় তিনি মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। এর আগে বুধবার, ৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় তার সর্বশেষ চলচ্চিত্র 'পেয়ারার সুবাস' এর প্রিমিয়ার শো উপলক্ষে ঢাকার বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সের স্টার সিনেপ্লেক্সে আসার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন রুবেল। পরে নিকটস্থ স্কয়ার হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ প্রতীক)

পদক পাচ্ছেন আনসারের ১৮০ সদস্য, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সাহসিকতা এবং সেবামূলক কাজের জন্য পদক পাচ্ছেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ১৮০ জন সদস্য। ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৪তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে গাজীপুরের সফিপুরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাহিনীর সদস্যদের হাতে এ পদক তুলে দেবেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের আনসার শাখা-২ থেকে ১৮০ জন সদস্যের পদকের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে সই করেছেন সিনিয়র সহকারী সচিব জোসেফা ইয়াসমিন। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা আট ক্যাটাগরিতে পদক পাবেন। বাংলাদেশ আনসার পদক ক্যাটাগরিতে ১০ জন, প্রেসিডেন্ট আনসার পদক ক্যাটাগরিতে ১৯ জন, বাংলাদেশ গ্রাম প্রতিরক্ষা দল পদক

ক্যাটাগরিতে ৯ জন, প্রেসিডেন্ট গ্রাম প্রতিরক্ষা দল পদক ক্যাটাগরিতে ১৯ জন, বাংলাদেশ আনসার, সেবা পদক ক্যাটাগরিতে ১৯ জন, প্রেসিডেন্ট আনসার, সেবা পদক ক্যাটাগরিতে ৩৯ জন, বাংলাদেশ গ্রাম প্রতিরক্ষা দল, সেবা পদক ক্যাটাগরিতে ১৯ জন এবং প্রেসিডেন্ট গ্রাম প্রতিরক্ষা দল, সেবা পদক ক্যাটাগরিতে ৩৯ জন পদক পাবেন। এরমধ্যে মরণোত্তর বাংলাদেশ গ্রাম প্রতিরক্ষা দল পদক পাচ্ছেন ভিডিপি সদস্য মৃত রূপচান। তার পক্ষ থেকে পদক গ্রহণ করবেন রূপচানের ছেলে মাহবুবুর রহমান। এছাড়া বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৪৫ জন নারী সদস্য আনসার পদক পাচ্ছেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ প্রতীক)

বিদেশিদের আস্থা অর্জন করতে হবে : খাদ্যমন্ত্রী

আমাদের প্রচুর রফতানি পণ্য আছে। কিন্তু সব কিছু বিদেশিরা নিতে চায় না। কারণ তাদের আমাদের পণ্যের প্রতি বিশ্বাস নেই। যে কারণে তারা নিজেরা এসে পণ্য উৎপাদন করে নিয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের প্রচুর আম উৎপাদন হচ্ছে। কিন্তু আমরা সেভাবে বিদেশে রফতানি করতে পারছি না। চিংড়ি মাছ আগে ভালো রফতানি হতো কিন্তু অপদ্রব্য ঢুকিয়ে আমরা রফতানি বাজার নষ্ট করে ফেলেছি।' আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সেইফ ফুড কার্নিভালের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিন দিনব্যাপী এ মেলা চলবে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এসময় মন্ত্রী আরো বলেন, 'রফতানি পণ্যগুলো আন্তর্জাতিক মানের করে গড়ে তুলুন। তাদের সে বিশ্বাসটা অর্জন করতে হবে। আমাদের অনেক পণ্য বিদেশে যায়। কিন্তু সেগুলো বাংলাদেশি শপগুলোয় বিক্রি হয়। পণ্য এমনভাবে উৎপাদন করুন যেন বিদেশি চেইন শপগুলোতে পাওয়া যায়।' ভোক্তারাও অনেক সময় খরচ বাঁচাতে নিম্নমানের পণ্য কেনেন বলে মন্তব্য করে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, 'মানসম্মত খাবার পেতে একটু খরচ বেশি হয়। প্রয়োজনে অল্প খাবো কিন্তু মানসম্মত খাবার খাবো। সস্তা পেলেই বেশি খাওয়ার প্রবণতা থাকে। সেক্ষেত্রে গুণগতমান নিশ্চিতের পরেই কিন্তু কেনা উচিৎ।' নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'মসজিদের ইমাম যদি জুমার আগে নিরাপদ খাদ্য নিয়ে সচেতন করেন তাহলে মানুষ কিন্তু শুনবে। স্কুলের শিক্ষকরা তার লেকচারের আগে ২ মিনিট নিরাপদ খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করলে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রভাব ফেলবে। এভাবে সবার অবস্থান থেকে এগিয়ে আসতে হবে।' বিশেষ অতিথির বক্তব্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ইসমাইল হোসেন বলেন, 'নিরাপদ খাদ্যের জন্য সচেতনতা বাড়াতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে যদি নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে বিষয়টি সহজ হবে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ প্রতীক)

দুর্বল ব্যাংককে সবল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করা ভালো : অর্থমন্ত্রী

দুর্বল ব্যাংককে সবল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করা ভালো, তাই এটি হতেই পারে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী।আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বাংলাদেশে আইএমএফের আবাসিক প্রতিনিধি জায়েযন্দু দে ও কানাডিয়ান হাইকমিশনার লিলি নিকলসের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। দুর্বল ব্যাংকের একীভূতকরণের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষণা বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'দুর্বল ব্যাংককে সবল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করা ভালো, এটি হতেই পারে, আইডিয়া আছেই। দুই-একটি তো একেবারেই কাজ করতে পারছে না, তাদের তো মার্জ করাই ভালো। যারা স্ট্রং তাদের সঙ্গে করা যেতে পারে। উন্নত অর্থনীতিতে অহরহ একীভূতকরণ হয়।' তিনি বলেন, 'যেখানে মুক্ত অর্থনীতি আছে সেসব দেশে তো সবসময় একীভূত হয়। একেবারেই কাজ করছে না, তার চেয়ে তো একটি ভালো ব্যাংকের সঙ্গে মার্জ করাই ভালো। এটি হলো আইডিয়া। তবে এটি অবশ্যই সম্ভব। তবে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে বাংলাদেশের কোনো ব্যাংকের একীভূতকরণের প্রস্তাব আসেনি। প্রস্তাব আসুক, তারপর দেখা যাবে। এটার জন্য সময় দিতে হবে।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ প্রতীক)

টিকিট কালোবাজারির সঙ্গে রেল ও সহজডটকমের লোকজন জড়িত : রেলমন্ত্রী

রেলমন্ত্রী মোঃ জিল্লুল হাকিম বলেছেন, 'ট্রেনের টিকিট কালোবাজারির দুইটি গ্রুপ ধরা পড়েছে। এর সঙ্গে রেল ও অনলাইনে টিকিট বিক্রির সহজডটকম-এর লোকজন জড়িত। এনিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। টিকিট কালোবাজারি বন্ধে সব পর্যায় থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে পাংশা সরকারি জর্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে মাদরাসার শিক্ষক-কর্মচারী আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। রেলমন্ত্রী বলেন, 'রেলের শূন্যপদ পূরণে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন। এরইমধ্যে পাঁচ হাজার লোকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব শূন্যপদ পূরণ করে রেলকে সবচেয়ে ভালো একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে।' তিনি বলেন, 'দেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন লাইন চালুর পাশাপাশি নতুন নতুন বগি ও ইঞ্জিন আমদানি করা হচ্ছে। এগুলো সম্পন্ন হলে দেশের জনগণ আরো অনেক নতুন ট্রেন পাবেন।' এসময় রেলের উন্নয়ন ও রেলকে এগিয়ে নিতে নানান কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে বলেও জানান রেলমন্ত্রী জিল্লুল হাকিম। মন্ত্রী আরো বলেন, 'রাজবাড়ী রেলের শহর। রাজবাড়ীর লোকোশেড এলাকায় দেশের সর্ববৃহৎ মেরামত কারখানা হবে। রাজবাড়ীকে রেলের বিভাগীয় শহর করারও চেষ্টা চলছে।' ট্রেনে আগুন-সন্ত্রাস বন্ধসহ সারাদেশে রেলের উন্নয়নে তারা কাজ করছেন বলেও জানান রেলমন্ত্রী। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ প্রতীক)

আগামী সপ্তাহের মধ্যে তেল-চিনির নতুন দাম নির্ধারণ : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

শুল্ক কমায় আগামী সপ্তাহের মধ্যে ভোজ্যতেল ও চিনির নতুন দাম নির্ধারণ হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে নিজ দফতরে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান। উৎপাদনকারী ও আমদানিকারকদের উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'যে মালামাল ট্রানজিটে আছে সেগুলো দ্রুত খালাস করে বাজারজাত করার আহ্বান জানাচ্ছি। যাতে শুল্ক সুবিধা সাধারণ ভোক্তা পর্যায়ে যায়।' তেল-চিনির মূল্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তেল এবং চিনির মূল্য আমাদের ট্যারিফ কমিশন নির্ধারণ করে। আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে আমদানিকারক এবং উৎপাদনকারীদের সঙ্গে বসে যৌক্তিক পর্যায়ে নতুন শুল্কের প্রভাব অনুযায়ী দাম নির্ধারণ করবো। রমজান উপলক্ষে সেই দামে বিক্রি হবে।' আহসানুল ইসলাম টিটু আরো বলেন, 'আমরা এনবিআরের সঙ্গে কথা বলবো। উৎপাদক যারা আছেন তারা কবে মাল আনছেন সে হিসাব করে আগামী সপ্তাহের মধ্যে বসে নতুন শুল্কের যে হিসাব সে অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করে দেবো।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ প্রতীক)

চাল, চিনি, তেল ও খেজুরে ভ্যাট ও শুল্ক কমিয়েছে সরকার

আসন্ন রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে চাল, চিনি, তেল ও খেজুরে ভ্যাট ও শুল্ক কমিয়েছে সরকার। এর মধ্যে খেজুরে আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ, চালে রেগুলেটরি ডিউটি ২০ শতাংশ, তেলে মূসক ৫ শতাংশ ও চিনিতে শুল্ক প্রত্যাহার করেছে রাজস্ব বোর্ড, এনবিআর। আজ বৃহস্পতিবার পৃথক চার প্রজ্ঞাপনে এনবিআর জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে। আগামী ৩০ মার্চ পর্যন্ত খেজুরের, ১৫ এপ্রিল ভোজ্যতেলে, ৩১ মার্চ পর্যন্ত চিনিতে ও ১৫ মে পর্যন্ত চালে এই সুবিধা বলবৎ থাকবে। গত ৩০ জানুয়ারি চাল, ভোজ্যতেল, চিনি ও খেজুর, এ চার নিত্যপণ্যের ওপর শুল্ক কমানোর নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া এই চার পণ্যে শুল্ক কমাতে এনবিআরকে চিঠি দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। নতুন প্রজ্ঞাপনে পরিশোধিত-অপরিশোধিত প্রতিটন চিনি আমদানিতে শুল্ক দেড় হাজার টাকা থেকে কমিয়ে এক হাজার টাকা করা হয়েছে। এর বাইরে অপরিশোধিত চিনি আমদানিতে ১৫ শতাংশ ভ্যাট, ২ শতাংশ অগ্রিম আয়কর, এআইটি, ৩ শতাংশ অগ্রিম কর, এটি এবং ৩০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক, আরডি রয়েছে। আর পরিশোধিত চিনিতে বর্তমানে ভ্যাট ১৫ শতাংশ, এআইটি ৫ শতাংশ, এটি ৫ শতাংশ এবং আরডি রয়েছে ৩০ শতাংশ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধ অনুযায়ী ভোজ্যতেলে ভ্যাট ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। বর্তমানে বছরে ২০ লাখ টন ভোজ্যতেলের চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে ২ লাখ টন স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। বাকি ১৮ লাখ টন আমদানি করতে হয়। ভোজ্যতেল আমদানির ওপর বর্তমানে ভ্যাট ১৫ শতাংশ ছিল, নতুন প্রজ্ঞাপনে তা কমানো হয়েছে। রমজানে খেজুরের চাহিদা থাকে বেশি। চলতি অর্থবছরে খেজুরের ওপর বেশি শুল্ক-কর আরোপ করা হয় বলে ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে শুল্ক প্রত্যাহারের অনুরোধ জানায়। নতুন প্রজ্ঞাপনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড খেজুর আমদানিতে ২৫ শতাংশ থেকে শুল্ক কমিয়ে ১৫ শতাংশ করেছে। দেশে বছরে প্রায় ৫০ হাজার টন খেজুরের চাহিদা রয়েছে, যার পুরোটা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে আমদানি করা হয়। খেজুরের মানও বিভিন্ন ধরনের। বর্তমানে খেজুরে আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ। এছাড়া ১৫ শতাংশ ভ্যাট, ৫ শতাংশ এআইটি, ৫ শতাংশ এটি এবং ৩ শতাংশ আরডি রয়েছে। অন্যদিকে চাল আমদানিতে আরডি বা নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এছাড়া চাল আমদানিতে ২৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ প্রতীক)

পুনঃনিয়োগ পেলেন রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব জয়নাল আবেদীন

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীনকে একই পদে পুনরায় এক বছর মেয়াদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বুধবার, ৭ ফেব্রুয়ারি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের আদেশ জারি করে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা-৪৯ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত মোঃ জয়নাল আবেদীনকে বর্তমান চুক্তির ধারাবাহিকতায় ও অনুরূপ শর্তে আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি অথবা যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী এক বছর মেয়াদে পুনরায় নিয়োগ প্রদান করা হলো। এ নিয়োগের অন্যান্য শর্ত অনুমোদিত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে বলে জানানো হয় প্রজ্ঞাপনে।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ প্রতীক)

বেভারেজ পণ্যে নেশাদ্রব্যের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি : শিল্পমন্ত্রী

বাংলাদেশে উৎপাদিত বেভারেজ পণ্যে নেশাজাতীয় দ্রব্যের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে সরকার দলের সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরীর এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান মন্ত্রী। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে বৈঠকের শুরুতে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হয়। নুরুন্নবী চৌধুরী তার প্রশ্নে শক্তি সঞ্চারের নামে এনার্জি ড্রিংকস মানবদেহে ভয়ঙ্কর রোগের বাহক ঢুকাচ্ছে, অনেকগুলো ব্র্যান্ডে মিলছে মাদকের উপাদান। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন, বিএসটিআই-এর ভুয়া লাইসেন্সে ২৭ ব্র্যান্ড বিক্রি হচ্ছে, মেশানো হচ্ছে যৌন উত্তেজক ভায়াগ্রার উপাদান, কর ফাঁকি দিয়ে এনার্জি ড্রিংকস হয়ে গেছে কোমল পানীয়, বিষয়টি সত্য কি না তা জানতে চান। সত্য হলে এর বিরুদ্ধে বিএসটিআই কঠোর ব্যবস্থা নেবে কি না

তা জানতে চান। জবাবে শিল্পমন্ত্রী ব্যবস্থা নেবে বলে জানান। বিস্তারিত জবাবে শিল্পমন্ত্রী বলেন, সরকার এ পর্যন্ত ২৭৩টি পণ্যকে বিএসটিআই-এর আওতাভুক্ত করেছে। এনার্জি ড্রিংকস দেশের বাধ্যতামূলক পণ্যের আওতাভুক্ত নয়। তবে দেশে উৎপাদিত টাইগার, স্পিড, গুরু ইত্যাদি নামে যেসব ড্রিংকস বাজারজাত করা হচ্ছে সেগুলো বিএসটিআই থেকে কার্বোনেটেড বেভারেজ হিসেবে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে লাইসেন্স নিয়েছে। বিগত এক বছরে সার্ভিলেন্সের মাধ্যমে বাজারে প্রচলিত ২৩৭টি নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। বাংলাদেশের মান অনুযায়ী সব নমুনাই কৃতকার্য হয়েছে।' মন্ত্রী আরো জানান, 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদফতর থেকে বেভারেজ জাতীয় পণ্যের নমুনা পরীক্ষা করে নেশাজাতীয় দ্রব্যের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। তবে এনার্জি ড্রিংকস নামে বাজারে বিক্রিত পানীয়তে নেশাজাতীয় দ্রব্যের মিশ্রণ ও বাজারজাত রোধে মনিটরিং করা হচ্ছে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ প্রতীক)

দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৯ হাজার ৭২৭ মেগাওয়াট : বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

দেশে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে বর্তমানে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৯ হাজার ৭২৭ মেগাওয়াট। এর মধ্যে গ্রিডভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ২৬ হাজার ৫০৪ মেগাওয়াট। এমন তথ্য জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদের অধিবেশনে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য এম আবদুল লতিফের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রতিমন্ত্রী এ তথ্য জানান। সংসদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। নসরুল হামিদ বলেন, 'ক্যাপটিভ ও অফগ্রিড নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বর্তমানে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৯ হাজার ৭২৭ মেগাওয়াট। বর্তমানে গ্রিডভিত্তিক স্থাপিত কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৬ হাজার ৫০৪ মেগাওয়াট। এর মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক ১১ হাজার ৩৫০ মেগাওয়াট, যা মোট সক্ষমতার ৪৩ শতাংশ। এছাড়া ফার্নেস অয়েল ভিত্তিক ৬ হাজার ৪৯২ মেগাওয়াট, যা মোট সক্ষমতার ২৪ শতাংশ। ডিজেল ভিত্তিক ৮২৬ মেগাওয়াট, যা মোট সক্ষমতার ৩ শতাংশ। কয়লা ভিত্তিক ৪ হাজার ৪৯১ মেগাওয়াট, যা মোট সক্ষমতার ১৭ শতাংশ। হাইড্রো ২৩০ মেগাওয়াট বা সক্ষমতার এক শতাংশ। এছাড়া অনগ্রিড সৌরবিদ্যুৎ ৪৫৯ মেগাওয়াট, যা মাত্র ২ শতাংশ। এছাড়া আমদানি করা হচ্ছে ২ হাজার ৬৫৬ মেগাওয়াট বা ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ।' প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, 'বিদ্যুতের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাপ্যতা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে গ্রীষ্মকালে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদার বিপরীতে ২০২৩ সালের ১৯ এপ্রিল সর্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৫ হাজার ৬৪৮ মেগাওয়াট। শীতকালে বিদ্যুতের চাহিদা কমে যাওয়ায় এবছর শীতকালে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ উৎপাদন ১০ হাজার থেকে ১২ হাজার মেগাওয়াটে নেমে আসে। আগামী গ্রীষ্মকালে বিদ্যুতের সম্ভাব্য চাহিদার পরিমাণ প্রায় ১৭ হাজার ৫০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হবে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ প্রতীক)

মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষীদের আকাশপথে ফেরত পাঠাতে চায় বাংলাদেশ

পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশ, বিজিপি ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের আকাশপথে নিজ দেশে ফেরত নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিং-এ মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতি শাখার মহাপরিচালক সেহেলি সাবরিন এ কথা জানান। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বিজিবি বলছে, মিয়ানমার থেকে নতুন করে একজনকেও বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এরপরও এখনো বিজিপি ও সেনাসহ দেশটির বেসামরিক লোকরা কেন বাংলাদেশে ঢুকছে? মিয়ানমার নিজ দেশের বিজিপি ও সেনাসদস্যদের নৌরুটে ফেরত নিতে চাইলেও বাংলাদেশ কেন উড়োজাহাজে পাঠাতে চাচ্ছে? এসব প্রশ্নে সেহেলি সাবরিন বলেন, 'মিয়ানমার সরকারের নিয়মিত বাহিনী বিজিপি সদস্যদের আশ্রয়দান এবং রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানকে এক করে দেখা ঠিক হবে না। আশ্রিত বিজিপি সদস্যদের নিরাপদে দ্রুত প্রত্যাবাসন প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আকাশ পথ বা নৌ-রুটের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিংবা পূর্বশর্তও নয়। তাদের দ্রুত প্রত্যাবাসনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েই বাংলাদেশ আকাশ পথে পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছে।' তিনি বলেন, 'কিছুদিন আগে ভারত থেকে আকাশ পথেই সেনা ফিরিয়ে নিয়েছিল মিয়ানমার। সে কারণেই বাংলাদেশ তাদের ফ্লাইটে ফেরত নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। বাংলাদেশ দ্রুততম সময়ে তাদের প্রত্যাবাসন চায়। এখানে সময় ক্ষেপণের সুযোগ নেই। আশা করা যায় তাদের দ্রুতই ফেরত পাঠানো হবে, আর সেটা নৌ কিংবা আকাশ যে কোনো রুটে। তবে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে আশ্রিতদের নিরাপদে ফেরত পাঠানো।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ প্রতীক)

বায়ু দূষণ রোধে নেওয়া প্রকল্প সফল করার নির্দেশ পরিবেশমন্ত্রীর

বায়ু দূষণ রোধে নেওয়া প্রকল্পকে সফল করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী। তিনি বলেন, 'বায়ু দূষণ কমাতে শুধু প্রকল্পের আশায় বসে থাকলে চলবে না। জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় প্রয়োজনে সরকারের অর্থায়নে বায়ু দূষণ রোধে কাজ করতে হবে।' আজ বৃহস্পতিবার পরিবেশ অধিদফতরে 'এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবিলিটি অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন, বেস্ট' প্রকল্পের বিষয়ে আয়োজিত এক কর্মশালায় এসব কথা বলেন পরিবেশমন্ত্রী। জনগণের অর্থে নেওয়া প্রকল্পের টাকা যাতে নষ্ট না হয় সেদিকেও নজর বাড়াতে হবে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত বাজেটের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে। দেশের দূষণ রোধে প্রকল্পের লক্ষ্য যাতে অর্জিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।' এ প্রকল্পকে সফল করতে চারটি

কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নকারী পরিবেশ অধিদফতর, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিআরটিএ এবং বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথোরিটিকে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার আহ্বান জানান মন্ত্রী। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ বলেন, 'দেশের পরিবেশের উন্নয়নে 'বেস্ট' প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। পরিবেশের মান উন্নয়নে এ প্রকল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করে সবাইকে নিবেদিত হয়ে কাজ করতে হবে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ প্রতীক)

একদিনে আরো ৩৩ করোনা রোগী শনাক্ত

দেশে নতুন করে ক্রমেই বাড়ছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ। প্রতিদিনই বাড়ছে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা। ভাইরাসটিতে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৩৩ জন শনাক্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩০ জনই ঢাকার বাসিন্দা। তবে এসময়ে দেশে করোনায় কারো মৃত্যুর তথ্য জানা যায়নি। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত দেশে করোনায় মোট মারা গেছেন ২৯ হাজার ৪৮৩ জন। দেশে এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ৪৭ হাজার ৪৪০ জনে। আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো করোনা বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৮৮৫টি পরীক্ষাগারে ৪৪৭টি নমুনা পরীক্ষায় ৩৩ জনের করোনা শনাক্ত হয়। পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার ৬ দশমিক ৯৫ শতাংশ। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের হার ১৩ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা শনাক্তদের মধ্যে থেকে সেরে উঠেছেন ৪০ জন। এ নিয়ে মোট সুস্থ রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ১৪ হাজার ৬৪৯ জনে। মোট সুস্থতার হার ৯৮ দশমিক ৪০ শতাংশ।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০২.২০২৪ প্রতীক)

BBC

WORLD BREACHES 1.5C WARMING THRESHOLD FOR FULL YEAR

For the first time, global warming has exceeded 1.5C across an entire year, according to the EU's climate service. World leaders promised in 2015 to try to limit the long-term temperature rise to 1.5C, which is seen as crucial to help avoid the most damaging impacts. This first year-long breach doesn't break that landmark Paris agreement, but it does bring the world closer to doing so in the long-term. Urgent action to cut carbon emissions can still slow warming, scientists say. (BBC Web Page: 08/02/24, FARUK)

POLLS CLOSE IN PAKISTAN AFTER MOBILE INTERNET CUT

Polls have closed in Pakistan after the authorities suspended mobile calls and data while millions voted for a new government in a controversial election. The interior ministry said incidents of terrorism made the measure necessary. The election comes almost two years after the previous prime minister, cricketer-turned-politician Imran Khan, was ousted in a no-confidence vote. Three-time PM Nawaz Sharif was on the ballot in what many analysts say is Pakistan's least credible election yet. It is unclear how soon results will be announced but they must be released within two weeks of election day. Both calls and data services were suspended just 10 minutes before voting started, although with networks still appeared to be working. (BBC Web Page: 08/02/24, FARUK)

PUTIN CHALLENGER BARRED FROM RUSSIA'S ELECTION

Russia's election commission has rejected anti-war challenger Boris Nadezhdin as a candidate in next month's presidential vote. Mr Nadezhdin has been relatively critical of Vladimir Putin's full-scale war in Ukraine when few dissenting voices have been tolerated in Russia. Election authorities claimed more than 15% of the signatures he submitted with his candidate application were flawed. He had tried to challenge this, but the commission rejected his bid. (BBC Web Page: 08/2/24, FARUK)

VOLCANO SPEWS LAVA AND SMOKE IN NEW ICELAND ERUPTION

Fountains of lava have spewed from a fissure in south-west Iceland, in the third volcanic eruption since December. Spectacular footage from the Reykjanes peninsula showed molten rock oozing along a fissure estimated at 3km in length near Sylingarfell. Plumes of lava shot more than 50m into the air, witnessed by a Coast Guard helicopter flying over the peninsula early on Thursday morning. The nearby town of Grindavick was already evacuated during the last eruption on 14 January, and on Thursday guests were told to leave the popular Blue Lagoon geothermal spa because of the latest eruption. (BBC Web Page: 08/02/24, FARUK)

GUARDING THE MIDDLE EAST'S MOST DANGEROUS BORDER

It is a lonely drive to Israel's most northern town, Metula, along a spur of land that is surrounded on three sides by Lebanon. That means it is also surrounded on three sides by Lebanon's most powerful armed group, Hezbollah. The soldiers at the checkpoint on the edge of Metula were all local men, mostly middle-aged reservists with no illusions about the

force on the other side of the border. As the rain lashed down on a miserable, foggy night, one of them, who did not want his name to be published, used his finger to traverse the compass, pointing to the border and Hezbollah's positions.
(BBC Web Page: 08/02/24, FARUK)

US DRONE KILLS IRAN-BACKED MILITIA LEADER IN BAGHDAD

A senior commanders of an Iran-backed militia has been killed in a US drone strike in Baghdad. A leader of Kataib Hezbollah and two of his guards were in a vehicle when it was targeted in the east of the Iraqi capital. All three of them died. The Pentagon said the commander was responsible for directing attacks on American forces in the region. The US has linked the militia to a drone attack in Jordan that killed three US troops last month. In the wake of that attack, Kataib Hezbollah said it was suspending attacks on American troops to prevent embarrassment to the Iraqi government. (BBC Web Page: 08/02/24, FARUK)

ADULT DIES IN IRELAND AFTER CONTRACTING MEASLES

An adult who contracted measles has died in hospital in Ireland, the Health Service Executive (HSE), the country's public healthcare system, has said. It is the first confirmed measles case in Ireland this year. There were four measles cases in 2023, two in 2022, none in 2021, and five in2020, with no deaths reported in any of those years, according to the HSE. It comes as health officials across Europe and the UK warn of rising cases amid falling vaccination rates. The adult died in a hospital in the Dublin and Midlands health region, which covers the Leinster province. The HSE's Health Protection Surveillance Centre (HPSC) has been notified. (BBC Web Page: 08/02/24, FARUK)

AZERBAIJANI LEADER WINS VOTE CRITICIZED BY MONITORS

Azerbaijan's President Ilham Aliyev has won a fifth consecutive term in power with more than 92% of the vote, according to election authorities. However, International observers say he had no meaningful challenger. The main rival parties boycotted the election, with one opposition leader calling it an "imitation of democracy". Wednesday's vote was planned for 2025, but a snap poll was called after the government seized control of a region run by ethnic Armenian separatists. Mr Aliyev ran against six other candidates although none were critical of his rule. Thousands of supporters took to the streets of the capital Baku to celebrate the president's re-election. (BBC Web Page: 08/02/24, FARUK)

SUDAN MIGRANTS DIE AS BOAT SINKS OFF TUNISIA

At least 13 Sudanese migrants have died and 27 others are missing after their boat sank off Tunisia's coast, a Tunisian official has said. Only two people on board survived, while search operations were under way for those missing, he added. It is the latest disaster to hit migrants trying to cross the Mediterranean from Africa to Europe. Sudan plunged into a civil war about 10 months ago, forcing at least nine million people to flee their homes. Most of them have taken refuge either in safer parts of the country, or in neighbouring states.
(BBC Web Page: 08/02/24, FARUK)

NETANYAHU REJECTS HAMAS'S PROPOSED CEASEFIRE TERMS

Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has rejected Hamas's proposed ceasefire terms - saying "total victory" in Gaza is possible within month's. He was speaking after Hamas laid out a series of demands in response to an Israel-backed ceasefire proposal. Mr Netanyahu said negotiations with the group were "not going anywhere" and described their terms as bizarre. Talks are continuing to try to reach some sort of deal. "There is no other solution but a complete and final victory," Mr Netanyahu told a news conference on Wednesday.
(BBC Web Page: 08/02/24, FARUK)

THE END